উদাসিনী।

প্রথম সর্গ।

"Now nought was heard beneath the skies,
The busy sounds of life were still,
Save an unhappy lady's sighs.

Mickle.

স্থান—বিজন কানন। সময়—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

একে ঘোর অমানিশা,—অন্ধকারময়,
মেঘেতে আচ্ছন্ন তাহে নক্ষত্র নিচয়
চঞ্চলা দামিনী-দল মাতিয়ে বেড়ায়,
ঝলসি পান্থের আঁখি—জলদে মিশায়
দিগন্ত ব্যাপিয়া স্তব্ধ—নীরব কানন,
প্রকৃতি প্রলয়ে যেন হয়েছে মগন।
নড়ে না পাদপ পত্র—স্তিমিত অবনী,
আপন [illegible]

বিভিন্নতা-পরিভ্রষ্ট সব একাকার,
অসীম আঁধার-সিন্ধু ঘেরে চারিধার।
চলিতে চরণ বাঁধে ব্রততি-বন্ধনে,
আটকে সঙ্কীর্ণ পথ মহীরুহগণে।
সহসা ও কি ও শুনি—রমণী-রোদন!
চমকে চকিত চিত্ত, চলে না চরণ!
স্থগিত শোণিত স্রোত, পরাণ শীহরে,
কারে বা সুধাই এই কানন ভিতরে?
"অয়ি বনদেবি, শুভে! কোথা এ সময়?
দেখা দিয়ে দূর কর কাতরের ভয়!"
সহসা অরণ্যদেশ বিভাসি ললনা
—যেন শত শত পূর্ণ শারদচন্দ্রমা—
মরাল গমনে দেবী আসিয়ে নিকটে,
"শান্ত হও পান্থবর! ভেব'না শঙ্কটে।"—
সুধামুখী সুধাভাবে আশ্বাসি কহিল।
পথিকের ভয়ভাব ক্রমশঃ ঘুচিল,
উপজিল কণ্ঠে শ্বাস, পরাণে পরাণ,
শরীরে শোণিত পুনঃ হলো বহমান।

সম্বোধি দেবীরে পান্থ কহিল কাতরে,
"একি অবিচার, দেবি, কানন ভিতরে ?
ওই যে উঠিছে ধ্বনি, রমণী-রোদন,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল করি বিদারণ—
দুর্ভেদ্য ভূধর যাহে ভেদ হ'য়ে যায়,
পাষাণ হৃদয় তব ফাটে না কি তায় ?
কেমনে কানন মাঝে, কহ সীমন্তিনি !
সুখের সুষুপ্তি ভোগে যাপিছ যামিনী ?
মঙ্গল-স্বরূপা দেবি ! বনে অধিষ্ঠান,
কেন গো কাননে তবে হেন অকল্যাণ ?"
অধোমুখী বনদেবী শুনিয়ে ভর্ৎসন,
রঞ্জিল সরম-রাগে পূর্ণেন্দু বদন।
"চল পান্থ" মৃদু হাসি, কহেন সুন্দরী,
"যথায় রোদিছে বামা আপনা পাসরি।"
উজলি অরণ্য-দেশ বরণ-ছটায়,
চলিলেন সীমন্তিনী ; পাতায় পাতায়
পড়েছে শিশির বিন্দু, তদীয় বিমল-
দীপ্তিতে খদ্যোত-সম হইল উজ্জ্বল।

উর্দ্ধকণ্ঠ ঝিল্লিগণ সহসা নীরব,
অটবীর ফাটে ফাটে লুকাইল সব।
বিলীনা হরিণীকুল চমকিয়ে চায়,
সভয়ে শার্দ্দুল-বৃন্দ দূরান্তে পলায়;
ধরাশায়ী জীর্ণ পত্র করিছে মর্ম্মর,
পাখা নাড়া দেয় পাখি শাখার উপর,
কোকিল কুহরে কুহু, উষা ভাবি মনে,
পাপিয়া পীযূষ স্রোত ঢালিছে সঘনে।
লতিকা-বন্ধন বাধা ঠেলিয়ে চরণে,
ছুকরে পল্লব কাটি চলিল দুজনে।
অল্পদূর অগ্রসর হইয়ে উভয়ে,
প্রচণ্ড পাবক-শিখা হেরিল বিস্ময়ে।
আশঙ্কায় ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিল বিহ্বলে,
নিবিড় গহনে যথা হুতাশন জ্বলে।
হায় হায় কি হেরিল দৃশ্য চমৎকার!
অরণ্য-গভীর-গর্ভে একি রে ব্যপার!
কহিতে সরে না কথা, চিত্ত চমকিত,
নীরস রসনা হলো দশনে জড়িত!

ক্ষণপরে কহে পান্থ দেবীরে কাতরে—
"একি গো বিষম কাণ্ড বনের ভিতরে !
ওই যে বিবশা বামা, হের গো নয়নে,
চিতানল জ্বেলে, দেবি ! রোদিছে সঘনে—
কে রে বরাঙ্গনা ?—আহা কিসের লাগিয়ে—
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে উন্মত্ত হইয়ে ?
বন-অধিষ্ঠাত্রী তুমি, কহ গো কেমনে—
চাহিয়া না দেখ, দেবি ! কি হতেছে বনে ?"

অগ্রসরি সীমন্তিনী, সন্তাপিত চিতে,
সম্বোধি বালারে, সাধ্বী লাগিল কহিতে—
"একে ত নিশীথ কাল, তাহাতে জলদ জাল
আবরণ করেছে আকাশে,
কিছু নাহি দেখা যায়, নয়ন ঝলসি তায়,
মাঝে মাঝে বিজুলি বিকাসে ?
এ গভীর নিশাকালে, বিটপির অন্তরালে,
জ্বালিয়ে দুরন্ত চিতানল,
কার বামা একাকিনী, আর্ত্তনাদে উন্মাদিনী—
বিদারিছ গগনমণ্ডল ?

হায় কোন অভাগার, গৃহ করি অন্ধকার,
ঘোর বনে কেন গো সুন্দরি !
প্রভূত নিঃসরে শ্বাস, আলু থালু কেশ পাশ,
হৃদে ধায় রুধির লহরি।
কি শোকে অধৈর্য্য মানি, পদ্ম-পূর্ণ দেহ খানি,
দগ্ধ কর অনল শিখায় ?
আরক্ত সুধাংশু মুখ, ঝলসি গিয়েছে বুক,
অকূলে আগুন প্রতিভায় ?”
এত বলি স্নেহ ভরে, ললনা ললিত-করে,
বনদেবী সাদরে ধরিল।
সরলা ফিরায়ে আঁখি, নিস্পন্দে চাহিয়ে থাকি,
সকাতরে কহিতে লাগিল—
“কেন কর নিবারণ ? মরিতে হয়েছে মন,
জননি গো দিওনা ব্যাঘাত।
গৃহে আর নাহি কায, জ্বলন্ত অনলে আজ,
করিব এ পাপ দেহ পাত।
কহিতে কথা না ফোটে, অন্তরে আগুন ওঠে ;
হের, পতি চিতায় শয়ান।

কি সাধে আশ্রমী হব, কি লয়ে সংসারে রব,
কি আশে বা রাখিব এ প্রাণ !
যার প্রেমে অনুরাগী, সর্ব্বত্যাগী যার লাগি,
সে যদি করিল পরিহার—
যাক যাক সব যাক, দেহ পুড়ে হ'ক খাঁক,
বাঁচিতে বাসনা কিসে আর ?"
কহিতে কহিতে কথা, সরলা স্ববর্ণ-লতা,
ছিন্নপ্রায় পড়িল ভূতলে ।
বনদেবী অঙ্কে ধরি, চিবুক চুম্বন করি,
অশ্রুধারা মুছান অঞ্চলে ।
কহিল পথিক বরে, "যাও পান্থ ত্বরা ক'রে,
সরোবরে করহ গমন ।"
আস্তে ব্যস্তে পান্থ ধীর, আনিয়ে সরসীনীর,
সম্পাদিল বালার চেতন ॥
নলিনীনয়ন দ্বয়, ক্রমে বিকসিত হয়,
ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উদয় ।
সাদরে অধর ধ'রে, মৃদুল মৃদুল স্বরে,
মাতৃস্নেহে বনদেবী কয়—

"তোল নংসে আঁখি তোল, কি হয়েছে বল বল;
কে দিয়েছে মরমে এ ব্যথা ?"
হৃদয়ে স্থাপিয়ে কর, বিনোদিনী পর পর,
আরম্ভিল আপনার কথা ।

দ্বিতীয় সর্গ

Lend to my woes a patient ear,
And let me, if I may not find
A friend to help, find one to hear.

Crabbe.

সরলা আমার নাম, সুরধুনী তীরে ধাম,
সহায়-সম্পদ-হীন জনক দুহিতা।
অভাগী ভূমিষ্ঠকালে, মাতারে গ্রাসিল কালে,
তাইগো আজন্ম আমি পিতারি পালিতা॥
কষ্টে সৃষ্টে দিন যায়, ভিক্ষান্ন জীবিকা তায়;
পরিধেয় পরিত্যক্ত, চীর পরিধান।
পর্ণ কুটীরেতে বাস, তাও জীর্ণ বারমাস,
ঝড়ে জলে কোন কালে নাহি পরিত্রাণ॥
শুনেছি লোকের মুখে, জনক ছিলেন সুখে,
ধনে দানে সর্ব্ব গুণে, সম্মানে আছিল।
অরাতি আত্মীয়চয়, উপেক্ষিয়ে ধর্ম্মভয়,
জনকের সমুদয় সম্পত্তি শোষিল॥

একদা আশ্বিন মাসে, মুটেয় ভিক্ষার আশে,
ভ্রমিলাম দ্বারে দ্বারে সমস্ত নগর।
চতুর্দ্দশ বর্ষ সবে, বয়স আমার তবে ;
গতিশক্তি হীন পিতা পীড়ায় কাতর।
নিরখি দুর্দ্দিন অতি, ভাবিলাম, শীঘ্রগতি
যা কিছু মিলিবে, আনি বাঁচাব জনকে।
বহিছে উত্তরবায়, শীতে কম্পান্বিত কায়,
কর্দ্দম সংযোগে পুনঃ চরণ আটকে।
যথা সাধ্য ভিক্ষা করে, পথশ্রান্তি শান্তি তরে,
বিশাল জাহ্নবীতীরে বসিনু আসিয়ে।
ললাটে সিঞ্চিয়ে জল, সুপবিত্র নিরমল,
দেখিতে লাগিনু গঙ্গা যায় প্রবাহিয়ে॥
সেবিয়ে সন্ধ্যার বায়, ক্রমে অবসন্ন প্রায়,
শিথিল শরীর-গ্রন্থি নিদ্রার আবেশে,
ক্রমেতে নিদ্রায় মগ্ন পুলিন প্রদেশে।
কখন এসেছে বান, কিছুমাত্র নাহি জ্ঞান,
টলমল মন্দাকিনী পারাবার প্রায় ;
কিছুই জানি না আমি মগন নিদ্রায় ;

ভাসায়ে নে গে'ল আগি সহসা আমারে,—
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম, হেরিনু প্রলয় ধূম,
জীবন ভরসা আশা ডুবিল পাথারে ॥
নিরুপায় ভেবে মনে, কাঁদিলাম প্রাণপণে,
কি হ'ল কি হ'ল শব্দে গগণ পুরিল।
সহসা কে জানি না যে, ঝাঁপ দিয়ে জল মাঝে,
বীরদর্পে তীরে মোরে আনিয়ে তুলিল।
পরে কি ঘটিল মম কিছু নাহি জ্ঞান ;
ক্রমশঃ চেতনা পেয়ে, চকিতে দেখিনু চেয়ে,
তরুণ পুরুষ-অঙ্কে রয়েছি শয়ান।
শরমে মুদিনু আঁখি, আবার চাহিয়ে থাকি,
আবার শরমে আঁখি করিনু মুদিত।
শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে, সম্বরিনু প্রাণপণে
শিথিল গলিত বাস, হইয়ে লজ্জিত ॥
শুনিলাম ক্ষণপরে, মৃদুমন্দ সুধাস্বরে,
সম্ভাষিয়ে যুবাবর কহিল আমায়।—
'সুন্দরি শ্রীঅঙ্গ তব, ব্যথিত রয়েছে সব,
আকুল হতেছ মিছে অলীক লজ্জায় ॥'

আবার সরমে আমি মুদিনু নয়ান ;
সর্ব্বাঙ্গ-শোণিত রাশি, আস্ফালে হৃদয়ে আসি,
শুকাইল কণ্ঠতালু ঢাকিনু বয়ান ;
আবার সরমে আমি মুদিনু নয়ান।

সহসা পিতার কথা উদিল অন্তরে ;
আধা বাধা দূরে গেল, সহসা শকতি এল,
সহসা সাহসী হয়ে কহিনু কাতরে !—
যাই আমি ঘরে যাই, রুগ্ন জনকের ঠাঁই,
আমা লাগি কি যাতনা পেতেছেন তিনি ;
ভিখারি পিতার আমি ভিখারিনন্দিনী !
কহিয়া সত্বরে উঠি চাহিলাম যেতে,
অমনি ধরিয়ে কর, কহিল যুবকবর,
'কোথা যাবে একা বামা এ গভীর রেতে ॥
একান্ত বাসনা যদি পিতৃ দরশনে,
যেওনাকো একাকিনী, আমা সঙ্গে সীমন্তিনি !
এসগো লইয়া যাই জনক সদনে।'
আবার জড়তা যেন আসিল ফিরিয়ে !

সরমে কথা না সরে, উত্তর দিবার তরে,
অধোমুখে ধরাপানে রহিনু চাহিয়ে;
আবার জড়তা যেন আসিল ফিরিয়ে।
কে যেন ক্ষণেক পরে ধরিয়ে আমায়,
সম্মতিসূচক-ভঙ্গি করালে মাথায় ॥
একেলা বা কেমনেই করিব গমন!
গভীর নিশীথ তায়, মেদিনী মুমূর্ষু প্রায়,
জনশূন্য পথ ঘাট নীরব ভুবন;
একেলা বা কেমনেই করিব গমন!
অস্ফুট সম্মতি পেয়ে, আমা পানে ক্ষণ চেয়ে,
কহিল যুবকবর অমিয়-বচনে,—
'একি লজ্জা হরিণাক্ষি! শশাঙ্কে করিয়া সাক্ষী,
স্কন্ধে মম মাথা তব রাখলো ললনে!'
জানি না কে যেন মাথা করিয়ে ধারণ,
সুবিশাল স্কন্ধে তাঁর করালে স্থাপন ॥
মাথা রাখি স্কন্ধপরে, যথাসাধ্য ত্বরা ক'রে,
চলিনু তাঁহার সঙ্গে জনক সদনে।
অবশাঙ্গ কলেবর, বাতাসে করিয়ে ভর,

অতি ধীরে আধ আধ মুদিত-নয়নে;
চলিনু তাঁহার সঙ্গে জনক-সদনে ॥
আমারে কুটীর-দ্বারে রাখিয়ে আদরে,
অদৃশ্য হলেন যুবা তিমির-সাগরে।
প্রবেশি কুটীর-দেশে, হায় কি দেখিনু এসে,
মৃতকল্প পিতা মম শয়ান শয্যায়;
তিলমাত্র নাহি স্থল, খড় বেয়ে পড়ে জল,
হ্রস্ব-শিখ দীপ-শিখা নিব নিবু প্রায় ॥
জনক আছিল স্তব্ধ, শুনিয়ে চরণ-শব্দ,
আমারে উদ্দেশ করি কাতরে কহিল,
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল!—
'এ কেমন বিবেচনা, সরলে! তোমার;
এ গভীর রাত্রি দেখে, আমারে একেলা রেখে,
কেমনে নিশ্চিন্ত ছিলে, জননি আমার!
এস বৎসে! বুকে ধরি, শরীর শীতল করি,
এ পোড়া শরীর যদি কভু শীতলয়;
তৃষ্ণায় বিদরে বুক, দে মা জল একটুক,
বিষম বিকারে বাছা! না জানি কি হয়!

কি কষ্টে যে গেছে দিন কেমনে কহিব,
জ্বলে জ্বলে ওঠে কায়, অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ প্রায়,
মনে হলো জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিব !—
কি কষ্টে যে গেছে দিন কেমনে কহিব।
মা জননি ! পাগলিনী পাষাণী হইয়ে,
না দেখিলে যে তোমায়, জিয়ন্তেও মৃতপ্রায়,
কেমনে আছিলে মাগো তাহারে ভুলিয়ে ?
মরমে পাইয়া ব্যথা, না ফুরাতে তাঁর কথা,
মস্তক হৃদয়ে তাঁর করিয়ে স্থাপন,
শিরে ভিক্ষায় রাখি, অঞ্চলে মুছিয়া আঁখি,
কহিনু তাঁহার কাছে সব বিবরণ।
সমাপ্ত না হতে কথা, দৈব বলে বলী যথা,
ঊর্দ্ধকণ্ঠে পিতা মম কহিল তখন—
'সরলে সরলে ওরে, বল কে বাঁচালে তোরে,
কে আনিয়ে দিল মোরে তোমা হারা ধন ?
হে শশাঙ্ক, হে আদিত্য আলোক-আলয় !
আজো যদি হ'য়ে থাক গগণে উদয় ;
হে জাহ্নবি জগন্মাত ! আরাধ্যে ধরায়,

আজো যদি দেবশক্তি থাকে মা তোমায় ;
অয়ি দিগঙ্গনাগণ ! মাত বসুন্ধরে !
চিরজীবী কর সবে, চিরজীবী কর সবে,
সরলারে ভিক্ষা আজ যে দিল আমারে !
চিরজীবি কর সবে,— বলিতে বলিতে তবে,
অবসন্ন হয়ে পিতা শয্যায় পড়িল !—
ক্রমে ক্রমে স্বরভঙ্গ, ক্রমেতে শিথিল অঙ্গ,
ক্রমেতে আরক্ত আঁখি নিঃশব্দে মুদিল।
ক্রমে ক্রমে কলেবর, হইল শীতলতর,
ক্রমেতে বরণ-ছটা ভস্মেতে লুকায় ;
কেনরে হৃদয় স্তব্ধ, নাহি ধুক ধুক শব্দ,
কইরে নিশ্বাস-বায়ু, মিশাল কোথায় ?
তোল পিতা মাথা তোল, কি বলিবে বল বল,
কহিতে আমারো স্বর হইল পতন।
তোল পিতা মাথা তোল, কি বলিবে বল বল,
কেনরে নিস্তব্ধ পিতা হইল এখন ?
কেনরে সহসা মম হৃদয় ভাঙ্গিল !
কেন হলো বাক্যরোধ, কেন হেন হলো বোধ,

আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িল :
ধিক্‌রে অদৃষ্ট মম, অভাগিনী আমা সম,
ত্রিজগতে কে বা আছে, বলে দে আমায় !
হা তাত ! কি ভাবি মনে, ত্যজিয়ে বিজন বনে,
আমারে কাহারে দিয়ে চলিলে কোথায় !
ক্রমে ক্রমে চারি ধার, হেরি ঘোর অন্ধকার,
ক্রমে ক্রমে অচৈতন্য, তিরোহিত জ্ঞান ;
পুনরায় জ্ঞানোদয়ে, দেখিনু বিস্ময় হয়ে,
সেই যুবা সেই অঙ্কে রয়েছি শয়ান।
কে যেন গো ক্ষণপরে, সুধীর সুধার স্বরে,
কহিল আকাশ হতে শ্রবণে আমার,—
'সুন্দরি সুস্থিরা হও, তোমার সুরেন্দ্রে লও,
এই যে সুরেন্দ্র তব ভাবনা কি আর।'
সহসা শকতি যেন দেহে সঞ্চারিল,
জানি না যে কি সাহসে, কি ভাবের পরবশে,
অপূর্ব্ব আশ্বাসে যেন অঙ্গ শিহরিল।
আমারে করিয়ে শান্ত, সুরেন্দ্র হৃদয়কান্ত,
বসনে আবরি মৃত জনকে আমার,

আপনি বাহক হয়ে, একেলা স্কন্ধেতে লয়ে,
গেলেন জাহ্নবী তীরে করিতে সৎকার ॥
দেখিতে দেখিতে হলো দৃষ্টির বাহির,
শত ধারে প্রবাহিল নয়নের নীর।
হা তাত! কি হলো বলে, 'পড়িনু ধরণীতলে,
মহামোহে অবসন্ন রহিনু শয়ান।
জানি না যে কতক্ষণে প্রকাশিল জ্ঞান ॥"
বিবরিতে বিবরণ, বালা প্রায় অচেতন,
আধ মোদা আঁখি দুটী যেন রে নিদ্রায়।
বনদেবী প্রবোধিয়ে, অশ্রুধারা নিবর্ত্তিয়ে,
সিঞ্চিয়ে সরসী-বারি শান্তিল বামায় ॥
বিনয় অমিয় স্বরে, কহিলেন স্নেহ ভরে,
'সুন্দরি! সম্বর শোক কেঁদোনাকো আর।
ও কথা এন না মনে, বল বল বরাননে,
পিতৃহীনা হলে পরে কি হলো তোমার?'
সরলা হইয়ে স্থির, মুছিয়ে নয়ন-নীর,
বিঘন সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়ে তখন।
ধীরে আরম্ভিল পুনঃ নিজ বিবরণ ॥

তৃতীয় সর্গ ।

So many miseries have ceas'd my voice,
That my woe-wearied tongue is still and mute.

Shakespeare

যে ভেলা নির্ভর ক'রে, দুস্তর ভব সাগরে,
জননি গো দিয়েছি সাঁতার ।
সহসা ভাসায়ে জলে, অতল জলধি-তলে,
মগ্ন হ'ল অদৃষ্টে আমার ॥
চারিদিক শূন্যাকার, ধূ ধূ করে পারাবার,
হুতাশে হতাশ প্রাণ মন ।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি, কল্পনা শক্রতা করি,
বিভীষিকা করে প্রদর্শন ॥
কোন দিকে নাহি স্থল, গর্জ্জয়ে গভীর জল,
আর্ত্তনাদ শূন্যেতে মিশায় ।

আতঙ্কেতে অণুক্ষণ, সঘনে শীহরে মন,
ভাবনায় ছিন্ন ভিন্ন প্রায় ।।
সুরেন্দ্রও আসি ব'লে, কোথায় যে গেল চলে,
কিছু তার নাহিক সন্ধান ।
স্মরিতে সে সব কথা, উপজে দারুণ ব্যথা,
হু হু করে হৃদয় পরাণ ।।
সহসা উদিল মনে, মৃত পিতা সংগোপনে,
মৃত্যুকালে বলেন আমায় ।—
'সরলা, মা আমি ম'লে, একান্ত অনাথা হ'লে,
কি হবে মা তোমার উপায় ।।
ওরে রে নিষ্ঠুর বিধি, আমার সরলা নিধি,
অভাগার অন্তরের ধন ।
কি তার কপালে আছে, দাঁড়াবে গে কার কাছে,
কার কাছে করিবে ক্রন্দন ।।
কার মনে কত আছে, কেহ কিছু বলে পাছে,
তুচ্ছ করি কুবাক্য বলিবে ।
মা আমার অভিমানী, হাসি হাসি মুখ খানি,
অশ্রুজলে অমনি ভাসিবে ।।'

খেদ সম্বরণ করি, আমারে অঙ্কেতে ধরি,
পিতা কত করিল ক্রন্দন।
এখনো তা মনে হ'লে, অন্তরে আগুন জ্বলে,
ফেটে যায় পাষাণের মন॥
ক্ষণ পরে স্থির হয়ে, পত্র একখানি লয়ে,
রাখি মম অঞ্চল উপরে।
সন্তাপে উন্মত্ত সম, চুম্বিয়ে অধর মম,
কহিলেন গদ গদ স্বরে॥—
'অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, প্রতাপে কিরণমালী,
মহাতেজা রাজা সুপ্রকাশ।
মাতৃভূমি পরিহরি, তোমারে সঙ্গিনী করি,
রাজ্যে যাঁর করিতেছি বাস—
কোন মানা নাহি মানি, দিও তাঁরে পত্রখানি,
দে'খ তাহে অদৃষ্টে কি হয়।
নিতান্ত ভরসা করি, পাথারে পাইবে তরী,
অনাথারে মিলিবে আশ্রয়॥
কিন্তু যদি জেনে শুনে, দুর্দ্দান্ত দুর্ভাগ্য গুণে,
অনাদর করে মহীপাল,

জননি ! জাহ্নবী-জলে, ঝাঁপ দিও কুতূহলে,
ঘুচে যাবে সকল জঞ্জাল ॥'
পিতৃ-বিয়োগের পরে, ছিলাম জীয়ন্তে মরে,
এই কথা উদিল স্মরণে ।
সুলক্ষণা নামে নারী, মহিষীর আজ্ঞাকারী,
সহ তার ভেটিনু রাজনে ॥
পত্রিকা পাইয়ে মম, জনক জননী সম,
রাজা রাণী সদয় অন্তরে ।
অন্তঃপুরে দেন স্থান, অলঙ্কার পরিধান,
দাস দাসী পরিচর্য্যা তরে ॥
মহিষী আপনি আসি, সাদরে কুন্তলরাশি,
বাঁধিতেন কবরী বন্ধনে ।
সস্নেহে আপন করে, নবনীত আমা তরে,
আনিতেন জননী-যতনে ।
তুষিতে আমার মন, পুর-সীমন্তিনীগণ,
সখী ভাবে করিত সোহাগ ।
কুসুম আনিত কেহ, চন্দনে মাখাত দেহ,
কেহ বা আনিত অঙ্গরাগ ॥

তবুও গো কেন হায়, অনাহারে অনিদ্রায়,
হোত দিবা যামিনী যাপন।
তবুও অন্তর মম, রাবণের চিতাসম,
কেন সদা হইত দহন ॥
তবুও কিসের লাগি, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্যাগী,
সর্ব্বদাই হু হু করে প্রাণ।
লোকের সান্ত্বনা-কথা, কেবল বাড়াতো ব্যথা,
আদরে লাঞ্ছনা হতো জ্ঞান ॥—
উত্তর কে দেবে আর, বিদারি হৃদয়াগার,
দেখ দেবি! উত্তর অঙ্কিত।
দেহে যে শোণিত বয়, তাও গো সুরেন্দ্রময়,
প্রাণগাঁথা সুরেন্দ্র সহিত ॥
ঘোর ভালবাসা-ফাঁদে, পড়িয়ে পরাণ কাঁদে,
হুতাশে সঘনে কাঁপে কায়।
কি করি কোথায় যাই, কোথা তার দেখা পাই,
ভেবে কিছু না পাই উপায় ॥
সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র ব'লে, ভাসিতাম অশ্রুজলে,
করিতাম অস্ফুট চিৎকার।

হৃদে যার মূর্ত্তি গাঁথা, ছিঁড়িয়ে গাছের পাতা,
লিখিতাম আলেখ্য তাহার ॥
হেরিলে অম্বর-তলে, বিচরে বিহঙ্গদলে,
মনে মনে কহিতাম ক্ষোভে।
কেন রে বিহগ সম, পাখা না হইল মম,
হেরে আসি হৃদয়-বল্লভে ॥
জ্বলে জ্বলে উঠে প্রাণ, অঙ্গরাগে অগ্নিজ্ঞান,
ছিঁড়ে ফেলি মালতীর মালা।
ভূষণ ভুজঙ্গ প্রায়, জ্বর জ্বর করে কায়,
শিরে শিরে প্রজ্বলিত জ্বালা ॥
দিবসে ফাটিত বুক, শয়নেও নাহি সুখ,
শয্যাকণ্ট হইত শয্যায়।
এ পাশ ওপাশ করি, প্রভাতিত বিভাবরী
বিরহের জ্বলন্ত জ্বালায় ॥
কখন বা শূন্য মনে, ভাবি বোসে একাসনে,
কোথা গেল জনক আমার।
অশ্রুনদী বেগে বয়, হৃদি ছিন্ন ভিন্ন হয়,
চারিদিক হেরি শূন্যাকার ॥

আবার ক্ষণেক পরে, শিহরি আহ্লাদভরে,
প্রতিভাত সুরেন্দ্র স্মরণে।
আবার ক্ষণেক পরে, অবসন্ন কলেবরে,
সুরেন্দ্র কোথায় ভাবি মনে ॥

একদা যামিনী-যোগে, বসুধা বিশ্রাম ভোগে,
আছে যবে হয়ে অচেতন।
বিভাবরী দ্বিপ্রহর, পূর্ণিমার শশধর,
শোভিতেছে বিমল-গগণ ॥
হ'য়ে উন্মাদিনী প্রায়, উদাশে অবশ কায়,
কেলিবনে ভ্রমি একাকিনী।
পরিমল মাখি গায়, মৃদু মন্দ বহে বায়,
নাচাইয়ে ক্রীড়াকল্লোলিনী ॥
আঁচল লাগিয়ে গায়, ঝর ঝর ঝরে যায়,
গোলাপের শিশির আসার।
কামিনীর পাপ্‌ড়ীগুলি, নিঃশব্দে পড়িছে খুলি,
উড়ে যায় অলি চারি ধার ॥
গন্ধরাজ ফুলে ডালে, কখন উড়ায়ে ক্যালে,

অগুচ্ছ কুন্তলে সমীরণ।
প্রজাপতি উড়ে এসে   বসিছে কপোলদেশে,
কখন বা আটকে নয়ন ॥
আসিয়ে সরসীকূলে,   বসিনু অশোকমূলে,
এলো থেলো পাগলিনী-বেশে।
নাথের প্রতিমাখানি,   হৃদয়-মণ্ডপে আনি,
পূজা করি প্রণয় আবেশে ॥
দূর হতে ক্রমে ক্রমে,   পশিল সমীর সনে,
শ্রবণেতে সঙ্গীত লহরি।
সুলক্ষণা গায় গান,   সপ্তমে উঠিছে তান,
দশ দিক আকুলিত করি ॥——

গীত

কাতরে কতরে আর বিলাপিবি বল,
রে বউ-কথা-কও!
বিরলে বকুলে মিশি,   কাঁদিয়াও সারানিশি,

বিরহ অনলে তোর পড়িল কি জল ?
তবে কাঁদিয়ে কি ফল ?

কে তোর মানিনী—তার কিসে এত মান,
রে বউ-কথা-কও !
প্রতিধ্বনি কেবা তোর, সেও হয়ে ভাবে ভোর,
করিছে রোদনে তোর উত্তর প্রদান—
তবু সে কেন রে আন ?

এই কি প্রণয়—ধিক্ প্রণয় তৃষায়,
রে বউ-কথা-কও !
যার তরে তব আঁখি, অহরহ ঝরে পাখি,
কই সে ত তোমা পানে ফিরেও না চায়,
ছি ছি প্রেম বাসনায় !

কি ফল হইবে আর অরণ্যে রোদনে,
রে বউ-কথা-কও।
তরুশাখা তেয়াগিয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
পাখা দুটী বিছাইয়ে উড়ে যা গগনে ;
কেন দহিস্ দহনে।

থাকুক্ সে মান লয়ে যে তোর মানিনী,
রে বউ-কথা-কও।
দেখি না সে তোমা তরে, থেদে মরে কিনা মরে,

মান ছেড়ে প্রাণ দায়ে হয়ে উন্মাদিনী—
কাঁদে দিবস যামিনী।

সুলক্ষণা সহচরী, উদ্যান উজ্জ্বল করি,
ক্রমে আসি বসে মম পাশে।
সাদরে সোহাগ ভরে, ধরিয়ে আমার করে,
কহিল মধুর মৃদুভাষে ॥"
'কেন কাঁদ বিনোদিনি, যার তরে পাগলিনী,
কই তার পেলেম সন্ধান?
কি লাগিয়ে তবে আর, দেহ কর ছার খার,
অকারণে দহিছ পরাণ ॥
কাল্পনিক উপছায়া, তাহে সখি এত মায়া,
শুনিলে হাসিবে ঘরে পরে।
তোমার এ ঘোর ভ্রান্তি, কিসে যে হইবে শান্তি,
ভেবে কিছু না পাই অন্তরে ॥
কহিতে উপজে হাসি, হেরে যার রূপরাশি,
রাজপুত্র পাগলের প্রায়।
কেন রে নয়ন তার, অশ্রুপূর্ণ অনিবার,
ভাবনায় জীর্ণ শীর্ণ কায় ॥

সর্ব্বগুণে অনুপম, রূপেতে কন্দর্প সম,
যুবরাজ, তোমার লাগিয়ে।
অহরহ অবিশ্রাম, কেবল সরলা নাম,
উচ্চারেন নির্জ্জনে বসিয়ে॥
রাখ সখি মম কথা, ঘুচিবে সকল ব্যথা,
বিবাহে সম্মতি কর দান।
রাজপুত্র-বধূ হবে, অসীম ঐশ্বর্য্যে রবে,
দেবেন্দ্রের ইন্দ্রাণী সমান॥'
''কেমনে থাকিব সুখে, কহিলাম নম্র মুখে,
কিসে বল সুখী হব আর।
যার তরে দু'নয়ন, ঝরিতেছে অনুক্ষণ,
সে যদি করিল পরিহার॥
রাজপুত্র-বধূ হব, অসীম ঐশ্বর্য্যে রব,
ও কথা তুলনা আমা কাছে।
ও যে অলক্ষণ কথা, যাইব সুরেন্দ্র যথা,
সরলার সুরেন্দ্র ত আছে॥
রাজপুত্র-বধূ হব, অসীম ঐশ্বর্য্যে রব,
ছি ছি আর বলনা আমায়।

কি হবে বৈভব লয়ে, কি কায ইন্দ্রাণী হয়ে,
অনন্ত সৌভাগ্য কেবা চায় ॥
বরঞ্চ ভিক্ষার তরে, নগরের ঘরে ঘরে,
ফিরিব গো ভিখারিণী বেশে।
বরঞ্চ যোগিনী হয়ে, অক্ষ কমণ্ডলু লয়ে,
পর্য্যটিব অরণ্য প্রদেশে ॥
অনাহারে অনিদ্রায়, বরঞ্চ ত্যজিব কায়,
সিন্ধু-তীরে রহিব শয়ান।
শকুনি গৃধিনী রাশি, করিবে সকলে আসি,
সরলার অন্ত্যেষ্টি বিধান ॥
তবুও থাকিতে প্রাণ, প্রণয়ের অপমান,
কখন হবে না সুলক্ষণে।
যার প্রেমে অনুরাগী, সর্ব্বত্যাগী যার লাগি,
বাঁচিব মরিব তারি সনে ॥
মনসিজ জিনি ঠাম, অলকা ঐশ্বর্য্য ধাম,
প্রণয়ের কি ধার তা ধারে।
স্বাধীন প্রণয়ী মন, যার প্রেমে নিমগন,
পারে কি তাহারে ছলিবারে ॥

যাও সখি ফিরে যাও, আমারে কাঁদিতে দাও,
কাঁদাই কপালে যদি আছে।
এ পোড়া অদৃষ্ট মম, দুষ্ট দাবানল সম,
স্পর্শিবে থাকিলে তুমি কাছে॥
শুনিয়ে আমার কথা, অন্তরে পাইয়ে ব্যথা,
সুলক্ষণা করিল গমন।
আবার মুদিয়ে আঁখি, নাথেরে হৃদয়ে রাখি,
প্রেমে অশ্রু করি বিসর্জ্জন॥
সহসা দেখিনু চেয়ে, হেরিনু চকিত হয়ে,
কে যেন গো দাঁড়ায়ে পিছনে।
সহসা ভাবনা ভঙ্গ, সভয়ে শিহরে অঙ্গ,
জিজ্ঞাসিনু অস্ফুট বচনে—
কে তুমি, কি ভাবি মনে, প্রবেশিলে উপবনে,
কারেই বা কর অন্বেষণ।
পুরুষেতে নাহি পারে, এ উদ্যানে আসিবারে
আছে তাহে রাজার বারণ।
দেহ মোরে পরিচয়, অন্তরে পেয়েছি ভয়,
একা আমি অবলা বিজনে॥

না ফুরাতে বাক্যাবলী, 'সরলে সরলে' বলি,
কর দুটী ধরেন যতনে ॥
মধু মাখা বচনান্তে, চিনিলাম প্রাণকান্তে,
অভিমানে উথলে অন্তর।
চির দুখ উঠে মনে, অশ্রু-স্রোত দুনয়নে,
শতধারে বহে খরতর ॥
চেতনা বিগত প্রায়, হীন বল হ'লো কায়,
নাহি হয় নিশ্বাস পতন।
শরীরের রক্ত রাশি, তরঙ্গে হৃদয়ে আসি,
এই মাত্র জীবিত লক্ষণ ॥
কোথায় ছিলাম একা, কার সঙ্গে হ'লো দেখা,
কিছুমাত্র জ্ঞান নাহি হয়।
মহীপাল মহীয়সি, গ্রহ তারা রবি শশী,
সব যেন পাইয়াছে লয় ॥
কিছু যেন নাহি আর, চারি দিক শূন্যাকার,
আমরাই জীয়ন্ত দুজনে।
তাহাও জানি না ঠিক্, রয়েছি কি বাস্তবিক,
আত্ম সত্ত্ব নাহি আসে মনে ॥

সোহাগের অভিমানে, ম্রিয়মাণ কায় প্রাণে,
রহিলাম পুত্তলিকা প্রায়।
সুরেন্দ্র প্রণয়াদরে, কহেন সুধার স্বরে,
'সরলে কি ত্যজিলে আমায় ?'
গলে গেল অভিমান, অস্থির হইল প্রাণ,
কহিলাম কাতরে তাঁহায়—
এমন জীবন-নাশা, ছলনার ভালবাসা,
কহ নাথ শিখিলে কোথায় ?
সমাপ্ত না হতে কথা, নিদাঘের বজ্র যথা,
প্রহর বাজিল পশে কাণে।
অমনি হইয়ে ত্রস্ত, প্রাণকান্ত শশব্যস্ত,
বিদায় চাহেন মম স্থানে॥
'এ কি প্রিয়ে পরমাদ, বিধাতা সাধিল বাদ,
বজ্র সম প্রহর বাজিল।
হিমাংশু নিরংশু প্রায়, ধীরে ধীরে অস্তে যায়,
পূর্ব্বদিক সিন্দূরে রঞ্জিল॥
আর ত নাহিক রাতি, মলিন জোনাক-ভাতি,
সমীর শীতলতর বয়।

পাপিয়া প্রভাতি গায়, শাখা ওই শীষ দ্যায়,
জনরোল ক্রমে উথলয় ॥
যাই তবে প্রেয়সি রে ! পুনঃ দেখা হবে ফিরে,
বিনোদিনি ভুল না আমায় ।
অহরহ অবিশ্রাম, জপিব সরলা নাম,
যত দিন থাকিব ধরায় ॥
বজ্র হতে তীব্রতর, হৃদি বিদারণকর,
'যাই' শব্দ অভাগীর কাণে ।
হলেম স্তম্ভিত প্রায়, বাক্য নাহি বাহিরায়,
স্থিরদৃষ্টে চাহি শূন্যপানে ॥
শুখাইল ওষ্ঠাধর, হীন-শক্তি কলেবর,
দুনয়নে বাষ্পবারি ঝরে ।
ক্ষণপরে আঁখি মেলি, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি,
কহিলাম অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে ॥—
জানি জানি মম ভালে, সুখ নাহি কোন কালে,
সাধেতে কে যেন সাধে বাদ ।
আশাও করি না মনে, আশার বাঞ্ছিত ধনে,
পাছে কোন ঘটে পরমাদ ॥

হারালেম পিতা মাতা, পর হলো অন্নদাতা,

বাঁচিতে বাসনা নাহি আর।

নিরিখিলে ও বদন, মরিতে সরে না মন,

কত আশা আসয়ে আবার ॥

যথা থাকো সুখে থেকো, অধীনীরে মনে রেখো,

দেখ নাথ ভুলো না আমায়।

হা রে প্রাণ কোন প্রাণে, সরলা-সর্ব্বস্ব-ধনে,

দেবে আজ সরলা বিদায় ॥

আর না সরিল ভাষ, পূর্ব্বদিক পরকাশ,

ক্রমে ক্রমে ঘুচিল আঁধার।

প্রভাত হইল বলে, প্রাণকান্ত গেল চলে,

গেল চলে সুরেন্দ্র আমার ॥"
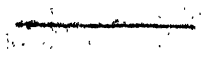
চতুর্থ সর্গ।

———————————Ah, woe is me,
To have seen what I have seen, to see what I see.
Shakspeare.

"আবাসে আসিয়া শেষে শুইনু শয্যায়,
ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে মগনা নিদ্রায়।
দেখিনু স্বপন এক অতি ভয়ঙ্কর,
এখনো স্মরিলে দেবি! কাঁপে কলেবর।
একাকিনী যেন আমি তরণী লইয়ে,
যেতেছি যামিনীযোগে জাহ্নবী বাহিয়ে।
মৃদুমন্দ বহিতেছে মলয়ের বায়,
ধীরি ধীরি চলে তরী রাজহংস প্রায়।
পবন হিল্লোলে পা'ল মন্দ মন্দ ওড়ে,
ছোট ছোট ঢেউগুলি ঢুলে ঢুলে পড়ে।
কল কল করে জল দূরে শুনা যায়,
ঝুপ ঝুপ পড়ে দাঁড় আলো ওঠে তায়।

সহসা জাহ্নবী কোথা হলো অদর্শন,
অকূল পাথারে তরী হতেছে মগন।
শন্ শন্ সমীরণ বহে মহাবেগে,
উত্তাল তরঙ্গ-দল ওঠে যেন রেগে।
উভয়ে তুমুল যুদ্ধ উন্মত্ত হইয়ে,
প্রতিঘাত শব্দে যায় ব্যোম বিদারিয়ে।
ছিন্ন ভিন্ন হলো তরী ছিন্ন ভিন্ন পা'ল,
ছিঁড়ে গেল দড়াদড়ি ভেঙ্গে গেল হা'ল।
ক্রমেতে হইয়ে তরী যুঝিতে অক্ষম,
অতল জলধি-তলে হইল মগন।
আবার সাগর-ঝড় মিসালো কোথায়,
সহসা ভূধর-শৃঙ্গে হেরি আপনায়।
অনন্ত তুষার-রাশি ব্যাপে চারিধার,
যে দিকে ফিরিয়া চাই ধূমের আকার।
আবার কোথায় শৃঙ্গ হলো অন্তর্ধ্যান,
সম্মুখে বিরাজে দেখি নন্দন উদ্যান।
এইরূপে নিদ্রা যাই অবাধে শয্যায়,
সুলক্ষণা আসি শেষে জাগালে আমায়।—

'আজ সখি এত ঘুম কিসের লাগিয়ে,
কখন গিয়াছে দেখ রাত্রি পোহাইয়ে।
ফোল ফোল আঁখি দুটী রাঙ্গা রাঙ্গা তায়,
যামিনী কি কেটে গেছে দুঃখের চিন্তায়?
নিবারি ঘুমের ঘোর শুন বিবরণ,
না জানি কি পরমাদ ঘটেছে এখন।
দেখায়েছিলে যে শৈব-অঙ্গুরি আমারে,
অঙ্কিত শঙ্কর-মূর্ত্তি যাহার মাঝারে।
বলেছিলে,—মাতা তব সন্তান কারণে,
গিয়াছিল যবে সব তীর্থ দরশনে,
হরিদ্বার তীর্থে তাঁরে যোগী এক জন
দিয়াছিল সে অঙ্গুরি করিতে ধারণ,
অঙ্গুরি অঙ্গেতে ধরি জননী তোমার,
তোমারে প্রসবি সখি ত্যজিল সংসার—
সেই সে অঙ্গুরিযুক্ত যুবা এক জনে,
মশানে বধিতে যায় রাজ-দ্বারিগণে।
অমনি আতঙ্ক-ভরে উঠিনু ত্বরায়,
ভূধর ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়।

আকাশে কি ভূমে আছি কিছু নাহি জ্ঞান,
গেলাম তড়িৎ-গতি যেখানে মশান।
দুরন্ত দুস্তর পথ তবু না ফুরায়,
শত্রুতা করিয়ে যেন বেড়ে বেড়ে যায়।
উপনীত অবশেষে মশানে আসিয়ে,
অঙ্গ আভরণ সব গিয়েছে খসিয়ে।
কণ্ঠশ্বাসে কণ্ঠরোধ বাক্য নাহি সরে,
অনর্গল ঘর্ম্মবারি ঝরে ঝর ঝরে।
আর কি কহিব দেবি! হৃদয় পাষাণ,
তাই সে হল না তবে ভেঙ্গে খান খান।
জননি! অবলা বধে বিধির আহ্লাদ,
দেখিনু আশঙ্কা-দৃষ্ট ঘটেছে প্রমাদ।
লক্ষ লক্ষ দ্বাররক্ষ ফেরে চারিধারে,
নাথের বিষণ্ণ-মূর্ত্তি তাহার মাঝারে।
আবদ্ধ যুগল কর নিগড় বন্ধনে,
দর দর ঝরে জল বিশাল-নয়নে।
তাঁহারে না দিয়ে দেখা ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ-শ্বাসে,
দ্রুত আসিলাম রাজকুমার সকাশে।

ধরিয়ে চরণ তাঁর করিয়ে রোদন,
মুক্তকণ্ঠে কহিলাম বিদারি গগন—
দেহ দেহ প্রাণ দান, ভূপতি কুমার!
সরলা জীবন রক্ষা কে করিবে আর।
এই ভিক্ষা দেহ দেব!—বলিতে বলিতে,
তুলিল কুমার মোরে ধরণী হইতে।—
কহিল কাতর স্বরে—'কহ গো সরলা,
কিসের লাগিয়ে এত হয়েছ বিহ্বলা।'
বলিলাম—রাজপুত্র আত্মীয় আমার,
না জানে চাতুরী ছল কুটিল ব্যাভার,
না জানি কি অপরাধে অপরাধী ক'রে,
নে যায় মশানে তারে বধিবার তরে।
'ঘোর অপরাধে ধনি' কহিল কুমার,
'অপরাধী হইয়াছে আত্মীয় তোমার।
না জানি সে কি সাহসে হইয়ে প্রবীর,
নিশিযোগে উল্লঙ্ঘিয়া উদ্যান প্রাচীর,
মহীপাল ক্রীড়ারণ্যে করিল প্রবেশ,
অতিসন্ধি স্বচ্ছ নহে, তস্করের বেশ।

ভাল ভাল অপরাধ ক্ষমিব তাহার,
জননী সমক্ষে যদি করলো স্বীকার—
বাঁধিবে আমারে তুমি বিবাহ বন্ধনে,
বসিবে আমার সনে রাজসিংহাসনে ।'
অগত্যা করিনু সত্য ; নৃপতি কুমার--
দূত মুখে করিলেন ক্ষমার প্রচার ।
মুক্ত হলো প্রাণনাথ ভাবি মনে মনে,
হরষে সহাস হয়ে আসিনু ভবনে ।"

পঞ্চম সর্গ।

Soon as the letter trembling I unclose
That well-known name awakens all my woes;
Line after line, my gushing eyes overflow
Led through a sad variety of woe.

Pope.

"মহাধুম রাজ-গৃহে কিছুদিন পরে,
অবাধে উল্লাস স্রোত বহে ঘরে ঘরে।
পুলকিত পুরবাসী আনন্দে বিহ্বল,
অলঙ্কৃতা হয়ে পথে চলে বামাদল।
ঢাকিয়াছে রাজধানী লোহিত বসনে,
কুমারের হবে বিয়ে সরলার সনে।
মহোৎসবে নভস্থল বিদারিত হয়,
বাজীকরে বাজি করে রাজধানী ময়।
দেশ দেশান্তর হতে ব্রাহ্মণ মণ্ডল,
জয় শব্দে রাজগৃহে প্রবেশে সকল।
কত যায় কত আসে কে বা কত গণে,
কুমারের হবে বিয়ে সরলার সনে।

রাজার সহস্র থানা বসে পথে ঘাটে,
তরঙ্গ সমান তাঁর পড়িয়াছে মাঠে।
আমন্ত্রিত রাজাদের গতি অবিরাম,
তুরঙ্গ মাতঙ্গ-নাদে ফেটে যায় কান।
মঙ্গল মুরজ বাদ্য বাজিছে সঘনে,
কুমারের হবে বিয়ে সরলার সনে।”

“মহিষী আপনি আসি সাজালে আমায়,
কুন্তলে কবরী বাঁধি ফুল দেন তায়।
অঙ্গরাগে সর্ব্ব অঙ্গ করেন রঞ্জিত,
সুবর্ণ হীরকে দেহ করিয়া মণ্ডিত।
কহিলেন ‘সরলা মা দেখি এক বার,
আজ হতে পুরলক্ষ্মী তুমি গো আমার।
রাজার নন্দিনী তুমি রাজবধূ হবে,
অন্তরে ধরেনা সুখ চরিতার্থ সবে।
পূর্ণ হলো মনস্কাম সার্থক জীবন,
পুত্রবধূ ক্রোড়ে লয়ে করিব চুম্বন।’
রাজার নন্দিনী আমি ?—কহিনু চমকে,
অবাক্ হইয়া রাণী দাঁড়ান থমকে।

'মা-গো মা, সরলা নহে রাজার নন্দিনী,
দীনের দুহিতা সে যে আজন্ম দুঃখিনী।
আজন্ম কুটীরে বাস জনকের সনে,
আজন্ম ভিক্ষার অন্নে পোষিত দুজনে।
দয়াকরে দিলে মা-গো দুঃখিনীরে স্থান,
তাই মা এখনো আছি ধরিয়ে পরাণ।'
'সরলে!' কহেন রাণী 'একি চমৎকার,
আজো কি জান না তুমি তনয়া কাহার?
যে পত্র জনক তব লিখিয়ে যতনে,
সুলক্ষণা হাতে দিয়ে পাঠান রাজনে।
যে পত্র ভাষালে নৃপে নয়নের জলে,
আজো কি সে পত্র তুমি দেখনি সরলে?
এই সেই পত্র বাঁধা অঞ্চলে আমার,
পাঠে পরিচয় বৎসে পাবে আপনার।'
ভয়ে ভয়ে পত্র লয়ে খুলিনু যতনে,
হস্ত পদ থর থর কাঁপিল সঘনে।
উৎকণ্ঠায় শুষ্ক কণ্ঠ চিত্ত উচাটন,
আশ্বাসি উদ্বিগ্ন মন পড়িনু লিখন।

পত্র।

চিনিলে চিনিতে মোরে পারিবে রাজন্,
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা হইবে স্মরণ।
নিরুপায়ে মহারাজ, তোমার চরণে আজ,
বিজয় বিদর্ভপতি লইল শরণ॥—

সরমে সরেনা কথা দিতে পরিচয়,
কত ভাবে আলোড়িত অভাগা হৃদয়।
কত ভয় হয় মনে, কত ধারা দুনয়নে,
না মানি বারণ বাধা অনর্গল বয়॥

যে দিন আমারে দেব! দুরন্ত সোদর,
রাজ্যচ্যুত করি মোরে পীড়িল বিস্তর।
অনাথা ভিখারি বেশে, ফিরিলাম দেশে দেশে,
সঙ্গেতে কেবল মাত্র সরলা দোষর॥

সময়ে সখ্যতা যারা করেছিল ভান,
অসময় দেখে সবে হ'ল অন্তর্ধ্যান।
চিনেও চিনেনা কেহ, কারো বা মৌখিক স্নেহ,
কেহ বা হইলে দেখা ঢাকিত বয়ান॥

ভাবিলাম তব আশে জলাঞ্জলি দিব,
রাক্ষস মানব মুখ আর না দেখিব।
কাটিব সম্পর্কপাশ, ছিঁড়িব মায়ার ফাঁস,
গঙ্গার গভীর গর্ভে দেহ বিসর্জ্জিব ॥

সেধেছি কেঁদেছি কত তুষেছি নিষ্ফল,
জেনেছি পিশাচে বাস করে ভূমণ্ডল।
মানুষের আবরণ, বিচরে রাক্ষসগণ,
শিরায় শিরায় বহে জ্বলন্ত গরল ॥

আবার পড়িল মনে সরলা বালায়,
কেমনে প্রমাদে ফেলি শিশু তনয়ায়।
কেমনে বাঁধিয়ে হিয়ে, কার হাতে সমর্পিয়ে,
সংসার নরককুণ্ডে ফেলিব তাহায় ॥

এই ভাবি তব রাজ্যে করিলাম বাস,
জন প্রাণী কেহ কিছু পেলে না আভাস।
জনপদ পরিহরি, কুটির নির্ম্মাণ করি,
ভিক্ষায় নির্ভর করি থাকি বার মাস ॥

কৃতান্ত আসিয়ে এবে করিছে তাড়না,
ফুরাল আয়ুর সংখ্যা ঘুচিল যন্ত্রণা।
সমাপ্ত সংসার বাস, গলে বদ্ধ কালপাশ,
পূর্ণ হলো এতদিনে শক্রর কামনা॥

আসন্ন সময় হেরি হরিষ বিষাদে,
অন্তর প্রফুল্ল কভু কভু প্রাণ কাঁদে।
সদা ইচ্ছা তুচ্ছ করা, বিষভরা বসুন্ধরা,
ইচ্ছামত মুক্ত আজ সে কুটিল ফাঁদে॥

রাজ-করে সরলারে করিনু অর্পণ,
রাখ রাখ, মার মার, যা ইচ্ছা এখন।
বলিতে বিদরে বুক, কখন সুখের মুখ,
শৈশব হইতে বাছা করেনি দর্শন॥

নারিনু পড়িতে আর, হইনু অস্থির,
ঝরিল বর্ষার স্রোতে নয়নের নীর।
ভেসে গেল পিতৃ পত্র, উদিল স্মরণে
তপ্ত-স্বর্ণকান্তি সেই জনক রতনে।
নিরখি মহিষী মোরে কহেন বিনয়ে,
'কেন মা দুঃখের ধারা সুখের সময়ে ?

ভূপতিই আছে তব জনক সমান,
আমারে কর গো বৎসে ! মাতৃ সম জ্ঞান।
শুভ দিনে শুভক্ষণে পাইবে আবার,
সুন্দর সুযোগ্য পতি কুমারে আমার।
ছি ছি মা সম্বর শোক, মুছ দুনয়ন,
যাও মা উৎসব গৃহে, সুস্থ হবে মন।'
প্রণাম করিনু তাঁরে প্রণতি হইয়ে,
আশীর্ব্বাদ করি রাণী গেলেন চলিয়ে।"

ষষ্ঠ সর্গ।

Look on a love that knows not to despair ;
But all unquenched is still my better part,
Dwelling deep in my shut and silent heart,

By,

"জননী গো কিছুতেই তৃপ্তি নাহি মনে,
নিষ্পেষিত ভগ্ন হৃদি ভাবনা দলনে ;
কি যে ভাবি কিছু তার নাহি জানি স্থির,
অথচ রাখিতে নারি নয়নের নীর ;
অবিরল অনর্গল স্রোতে বহে যায়,
থামালে থামে না মাগো আরো বাড়ে তায় !
শূন্যময় দশদিক, স্পন্দহীন আঁখি,
একদৃষ্টে এক মনে সদা চেয়ে থাকি,
উপবন অট্টালিকা তরু লতা সব,
অস্পষ্ট আভাস মাত্র হয় অনুভব,
শূন্যমার্গে স্থিত যেন লগ্ন গায় গায়,
সরে সরে ক্রমে সবে দিগন্তে মিশায়।

চলিতে স্খলিত পদ যেন অস্থি হীন,
অবিরাম অভাগিনী শয্যায় নিলীন।
রসনা অধর ওষ্ঠ শুষ্ক অনুক্ষণ,
ধক্ ধক্ জ্বলে মাথে জ্বলন্ত পাবন।
শক্তি হীন ক্ষীণ তনু করে থর থর,
কেন গো এমন করে প্রাণের ভিতর।
প্রতি শ্বাসে প্রাণ নাশে অশেষ যাতনা,
তিলেক বিশ্রান্ত নহে দুরন্ত ভাবনা।
শূন্যময় হৃদয়ের গভীর গহ্বরে,
জ্বলিছে প্রণয়-শিখা জ্বালাবার তরে।
নিবালে নেবে না সে ত নিবিবার নয়,
প্রলয় ঝড়েও মা গো অকম্পিত রয়।
পরাধীনী বলে তায় আছে কি বিকার?
হুতাশে নিরাশ নহে অন্তর আমার।
আগত উদ্বাহ-নিশা;—হর্ষের তুফান
উচ্ছ্বাসে উথলে উঠি হয় বহমান।
আমোদে আগুণ জ্ঞান হোতেছে আমার,
উৎসবে গরল গর্জ্জে আলোকে আঁধার।

সুলক্ষণা সহচরী বীণা ধরি করে,
গাইছে উৎসব-গীত স্বর্গভেদী-স্বরে।
উথলিয়ে প্রতিধ্বনি উঠিছে সঘনে,
কেঁপে ওঠে রাজগৃহ যেন ভূকম্পনে।
কহিলাম সজনীরে, কেন সখি আর,
বাড়াও আহুতি দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার।
গাইলো গাহিতে যদি এতই উল্লাস,
লজ্জাবতী গানে পূর্ণ কর অভিলাষ।
সুলক্ষণা বীণাসহ মিলাইয়ে তান,
অনুরোধে আরম্ভিল লজ্জাবতী গান।

গীত।

আজি কি সুখের নিশি দেখে যা লো সুন্দরি,
উথলে নিকুঞ্জ হতে সঙ্গীতের লহরি।
সাজিয়ে মোহন সাজে, সুনীল অম্বর মাঝে,
ভাসিছে শর্ব্বরীকান্ত পূর্ণিমার শর্ব্বরী।

চম্পক চামেলী চারু হের ওই ফুটেছে,
মাধবী মল্লিকা যুঁই কিবা শোভা ধরেছে ।।
পরশে মৃদুল বায়,   হরষে কম্পিত কায়,
হেসে হেসে প্রেমাবেশে ঢুলে ঢুলে পড়িছে ।।

প্রকৃতি প্রমোদবনে নেহারো লো সঙ্গিনী,
প্রবাহে আনন্দ স্রোত—করুনার তটিনী ।
বিকচ গোলাপ কলি,   উড়ে তাহে বসে অলি,
ইঙ্গিতে আহ্বানে তারে শেফালিকা কামিনী ॥

একেলা একান্তে পোড়ে লজ্জাবতী ললনা,
সবিষাদে সঙ্কুচিত কেন আজ বল না ।
প্রেমসাধ তেয়াগিয়ে,   পাষাণে আঁটিয়ে হিয়ে,
উদাসিনী সম ধনী কেন ম্লান বদনা ।।

সুখদ যৌবনে বল কিসে এত ভাবনা,
মরমে যাতনা কিবা প্রকাশিয়ে কহ না ?
চাপিয়ে রাখিলে দুখ,   পরিশেষে ফাটে বুক,
বিদরে অনল-গিরি কেন তা কি জান না ?

নব অনুরাগ ভরে হয়েছ কি মানিনি ?
মানেরো লক্ষণ কিছু হেরি না তো, ভাবিনী ?
রাগের ঘোরাল ঘটা, তাহে বদ্ধ হাসি ছটা,
কষ্ট সে মেঘের মাঝে অস্ফুরিত দামিনী ॥

তবে বুঝি বিরহের আন্তরিক অনলে,
দহিছে পরাণ মন বুঝেনাকো সকলে !
মলিনা শ্রীহীনা তাই, উৎসবে আমোদ নাই,
অনাথিনী দীন ভাবে প'ড়ে আছে বিরলে ॥

রে মত্ত অনিল ! ওর ছুঁয়োনারে ছুঁয়োনা,
জ্বালার উপরে জ্বালা দিওনা রে দিওনা ।
হৃদি যার জ্বলে আছে, কখন তাহার কাছে,
অনলে আহুতি দিতে কুতূহলে যেও না ॥

নীরবিলা সুলক্ষণা,—সজল নয়নে,
কহিলাম হেঁট মুখে সখীর সদনে ;—
যে জ্বালায় লজ্জাবতী আছে সখী জ্বরে
লজ্জাবতী বিনে তাহা কি জানিবে পরে ।

হয়তো আশার পথে কে সেধেছে বাদ,
হয়তো প্রণয় সাধে ঘটেছে প্রমাদ।
ভাল বেসে ভালবাসা পেলে না ফিরিয়ে,
তাই বুঝি মরমেতে আছে লো মরিয়ে।
হৃদয়-গহ্বরে সখী জ্বলে যে অনল,
অলক্ষিত বলে তাহা নহে কি প্রবল।
যাও সখী ও কথায় কায নাহি আর,
একেলা বিরলে বসে কাঁদি একবার।
সুলক্ষণা গেল চলে আপনার মনে।
গেলাম অদৃশ্যভাবে কৌতুক-কাননে।
এলো থেলো পরিধান, এলো থেলো কেশ,
এলো থেলো আভরণ, পাগলিনী বেশ।
দেখিনু সরসীকূলে অশোকের গায়,
অঙ্কিত রয়েছে দিব্য অক্ষরে তথায়।—

যে আশা সুবর্ণলতা সাদরে সতত,
পালিয়াছি দরিদ্রের সর্ব্বস্বের মত—
অভাগা অদৃষ্টফলে, বজ্র প্রহরণে বলে,
এত দিনে হলো তাহা সমূলে নিহত॥

কি আশার আশে আর থাকিব আলয়ে,
প্রমাদ ঘটেছে মম সরলা প্রণয়ে।
বিদীর্ণ ভূধর সম, ভেঙ্গেছে হৃদয় মম,
আর কি লাগিবে জোড়া এ পোড়া হৃদয়ে?

*

যাই তবে প্রেয়সি রে! জন্মের মতন,
অবাধে পশিব যথা যাবে দুনয়ন।
অরণ্যে বা হিমাচলে, অথবা জলধি-জলে,
উদাসীন যোগীবেশে করিব ভ্রমণ।।—

উদাসীন যোগীবেশে, সরলা সুন্দরি!
ওরূপ করিব ধ্যান সর্ব্বস্ব পাশরি।
অমলা অমৃত ধাম, সরলা সরলা নাম,
ঊর্দ্ধকণ্ঠে উচ্চারিব দিবস শর্ব্বরী।।

আবার সে নাম প্রতিধ্বনিত হইবে,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে নিস্তব্ধে শুনিবে।
শান্তমনে সে সময়, মুদিব নয়নদ্বয়,
সরলা সরলা নাম শ্রবণে পশিবে।।

এইমাত্র চিরখেদ রবে মম চিতে,
মনের সকল কথা নারিনু কহিতে।
ইহ জন্মে থাক্ থাক্, মরমে মিশায়ে যাক্,
জন্মান্তরে দেখা হোলে কব, সুচরিতে!

যাই তবে প্রেয়সি রে! জন্মের মতন,
ঘুরিব অদৃষ্ট-চক্রে সমস্ত ভুবন।
সোহাগের পতি লয়ে, থাক তুমি সুখী হয়ে,
অভাগারে একেবারে হও বিস্মরণ॥

হেরিয়ে অঙ্কিত পত্র হইলাম ধীর,
হৃদয়ে ভাবনা চক্র ক্রমে হল স্থির।
শরীরে শকতি পুনঃ হইল উদয়,
স্থগিত শোণিত স্রোত পুনঃ শিরে বয়।
হিমাদ্রি প্রদেশে যথা হেমন্ত সময়,
তুষারে তটিনীকূল বদ্ধ হয়ে রয়।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড পুনঃ উদিলে অম্বরে,
নব বলে বলী নদী বহে বেগ ভরে।

হৃদয় প্রশান্ত হও উচিত বিধানে !
একান্তই যাব আজ সুরেন্দ্র সন্ধানে।
ধবল অচল হতে সিংহল অবধি,
উল্লঙ্ঘি অরণ্য বন গিরি নদ নদী,
ভ্রমিব যোগিনী বেশে ছাড়িব না আশ,
হোক্ যদি ইথে হয় শরীর বিনাশ।
মালতী ফুলের হার ফেলিনু ছিঁড়িয়া,
অলঙ্কার আভরণ রাখিনু খুলিয়া।
অগুচ্ছ করিয়া ফেলি কবরী বন্ধন,
বারাণসী ত্যজি পরি মলিন বসন।
হোক্ যা হবার বলি উল্লঙ্ঘি প্রাচীর,
সুরেন্দ্রে সন্ধানে দেবি হইনু বাহির।"

সপ্তম সর্গ।

Nor art nor nature's hand can ease my grief,
Nothing but death, the wretch's last relief,
Then farewell youth, and all the joys that dwell
With youth and life; and life itself farewell!

Dryde

"নানা দেশ নানা গ্রাম করি পর্য্যটন,
নানা নদ নানা নদী করি অতিক্রম।
অবশেষে এই দেশে ক্রমেতে আসিয়ে,
এই ঘোর বনপ্রান্তে রহিনু বসিয়ে।
বেলা তবে দ্বিপ্রহর,—নিদাঘ তপন
সরোষে করিছে যেন অনল বর্ষণ।
ভূতলে আগুণ ওঠে, অনিলে অনল,
মনে হলো পুড়ে গেল পাপ ধরাতল।
নাহিক শব্দের সাড়া অবনি আকাশে,
নিলীন বিহগকুল নিজ নিজ বাসে।
চলিতে চরণে মম শক্তি নাহি আর,
ঢুলে ঢুলে পড়ি ভূমে দেহ তোলা ভার।

মুদে মুদে আসে আঁখি দৃষ্টি নাহি চলে,
শুখায়েছে কণ্ঠ তালু বুক যায় জ্ব'লে।
অনর্গল ঘর্ম্মবারি নদী বয়ে যায়,
গেল গেল বুঝি প্রাণ নিদাঘের দায়।
ক্রমে ক্রমে বন হ'তে আসে সারি সারি,
দেখিলাম কতগুলি সুকুমারী নারী ;
বনফুলে গাঁথা মালা দুলিছে গলায়,
বঞ্চয়ে পথের শ্রম কথায় কথায়।
আদিত্যে আটকি রাখে আঁচলের ধার,
আশার উৎসাহে রাখি শরীরের ভার—
অগ্রসরি সকাতরে জিজ্ঞাসি সবায়—
কহ গো রমণীকুল ! দেখেছ হেথায়—
বিমল চন্দ্রমা-কান্তি যুবা এক জন,
যোগী-বেশে এ প্রদেশে করিতে ভ্রমণ ?
প্রবীণা রমণী এক করিল উত্তর,
"হ্যাঁগো হ্যাঁ দেখিয়াছিনু বনের ভিতর—
উদাসীন বেশধারী যুবা একজন,
বিনিন্দিত যার রূপে রতি-বিমোহন—

অথচ উষার শশী বদনমণ্ডল,
বিশাল নয়নে তাঁর ঝরিতেছে জল।
চাঁচর চিকুররাশি জলদের জাল,
হতাদরে জটারূপে ঢেকেছে কপাল।
গম্ভীর প্রশান্তমূর্ত্তি, উন্মত্ত হইয়ে
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে কত সরলা বলিয়ে।'
চল চল লয়ে চল, কহিনু কাতরে,
কোথা সেই উদাসীন দেখাও সত্বরে।
কোথা সে নবীন-যোগী, সরলা-জীবন,
পায় ধরি ল'য়ে চল যেখানে সে জন।
'ক্ষান্ত হও বিনোদিনি' কহিল প্রবীণা,
'কোথা সে এখন আমি কিছুত জানি না।
কাননের কোন্ ভাগে করিছে ভ্রমণ,
সহসা কাহার সাধ্য করে নিরূপণ।
বিশাল বিস্তৃত বন—সমুদ্র সমান,
কোথায় এখন তার করিবে সন্ধান?
এস গো নিবাসে মম অরণ্যের ধারে,
পথের প্রভূত শ্রান্তি শান্তি করিবারে।

রৌদ্রের রুদ্রতা হ্রাস হইবে যখন,
মিলিয়া তোমার সনে ভ্রমিব কানন।
একেলা বিজনবনে পশিবে কেমনে,
অবাধে বিচরে তথা বন-জন্তুগণে।
কোথাও গরজে গর্ব্বে শার্দ্দূল সকল,
কোথাও বা রোষমত্ত মহীষের দল।
কোথাও গণ্ডারকুল বিলোড়িছে সর,
কোথাও ফুঁসিছে কোপে ক্রুর অজাগর।
কোমল শিরীষ ফুল কমনীয় কায়,
কেমনে সহায় বিনে পশিবে তথায়!'
কিসের শিরীষ পুষ্প—কহিনু তাঁহারে,
সুরেন্দ্র সন্ধানে মাতঃ! কি ভয় কাহারে?
মরণের ভয়ে আর টলে কি হৃদয়,
সমুদ্রে শয়ান আমি শিশিরে কি ভয়?
যাই যাই ছেড়ে দাও একালা যাইব,
একালাই বনমাঝে নির্ভয়ে ভ্রমিব।
যায় যাক্ ইথে যদি যায় পাপপ্রাণ,
একেলাই সুরেন্দ্রের করিব সন্ধান।

উপেক্ষিয়ে অনুরোধ, অস্থির অন্তরে,
একাকিনী প্রবেশিনু অরণ্য ভিতরে।
শ্রবণে পশিলে শব্দ সেই দিকে ধাই,
গাছপালা ঠেলে টুলে পথ কেটে যাই।
মহীষ গণ্ডার কত চেয়ে চেয়ে থাকে,
পাপিনী বলিয়ে বুঝি ছুঁলে না আমাকে!
তন্ন তন্ন ক'রে দেখি! দেখি চারি ধার—
সহসা সাহস ভঙ্গ, আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ,
শুনিলাম শকুনির অশুভ চিৎকার—
শুনিলাম শৃগালের অশিব নিনাদ,
গৃধিনীর ঘোররবে, আকুলিত বনে সবে,
ভাবিলাম না জানি কি ঘটেছে প্রমাদ।
থমকে দাঁড়ানু ভয়ে কেঁপে উঠে কায়,
খ'সে যেন হৃৎপিণ্ড পড়িল ধরায়।
সঙ্কোচি রসনা যায় কণ্ঠের ভিতরে,
শব্দ সব একাকারে কর্ণে হু হু করে।
ঘুরিছে মেদিনী যেন চক্রের মতন,
ভয়ের বিভ্রম ভরে, ভয়ঙ্কর কলেবরে,

বহুরূপী বিভীষিকা করি নিরীক্ষণ।
ওই গো সাধেতে বুঝি কে সাধিল বাদ,
নিশ্বাস আটকে রাখি, শ্রবণ পাতিয়া থাকি,
যেথা হতে উঠিতেছে কঠোর নিনাদ।
আধা বাধা না মানিয়ে সভয় অন্তরে,
দ্রুতগতি সেই দিকে চলিনু সত্বরে।
শাখায় আঁচল বাধে চোকে লাগে পাতা,
কাঁটায় আটকে চুল, গতি রোধে তরুমূল,
মহীরূহ প্রতিঘাতে কেটে যায় মাথা।
ভ্রুক্ষেপ না করি তাহে দ্রুতগতি গিয়ে,
আশার উচিত ফল পাইনু আসিয়ে—
আর কি দেখিব দেবি!—দুঃখিনী কপালে
অশুভ ব্যতীত শুভ ঘটে কোন্ কালে?
দেখিনু জননি ওগো! দেখিনু তথায়,
মানুষের অস্থিরাশি বিকীর্ণ ধরায়।
ভূতলে রয়েছে পড়ে হেরিনু আবার—
সেই সে শঙ্করমূর্ত্তি অঙ্গুরি আমার।
স্বর্ণময় কৌটা এক অদূরে পড়িয়ে,

আগ্রহ সহিত তাহা খুলিনু তুলিয়ে।
দেখিলাম চিত্রপট রয়েছে ভিতরে,
সরলা পাপিনীমূর্ত্তি চিত্রিত উপরে।
নিশ্চয় ঘুচিয়া গেল সন্দেহ জঞ্জাল,
নিশ্চয় বুঝিনু মনে ভেঙ্গেছে কপাল।
মা গো আমারে কেন ধরে রাখো আর,
ওই দেখ চিতানল জ্বেলেছি তাঁহার।
যাই যাই জননি গো জন্মের মতন,
স্বাহৃত চিতায় আজ করিব শয়ন।
কিসের যাতনা আর কিসের বিষাদ,
অনলে মিটাব দেবি! জীবনের সাধ।
জ্বলন্ত গরলকুণ্ড সংসার আগার,
করিব করিব আজ সুখে পরিহার।
বাঁধিব নাথেরে আজ বিবাহ বন্ধনে,
চিতায় কুসুম শয্যা ভুঞ্জিব দুজনে।
যাব যদি—সুরেন্দ্রের সঙ্গে চলে যাব,
যমুনা-জাহ্নবী স্রোতে অনন্তে মিশাব।
স্বার্থভরা পাপ ধরা থাকিবে পড়িয়ে,

হাসিতে হাসিতে স্নেহে, মিলিয়ে অদ্বৈত দেহে,
ভ্রমিব দ্যুলোকময়, বিমানে বসিয়ে।
অবাধে ভুঞ্জিব উভে উদার অন্তরে,
অনন্ত অমিয়রাশি প্রেমের নির্ঝরে।
দেও দেও ছেড়ে দেও জননি, এখন,
সরলা বিদায় লয় জন্মের মতন।
সুখের সংসর্গে দেবি! বিলম্ব কে করে,
শুনগো সুরেন্দ্র ওই ডাকিছে সাদরে।—
তোরে রে ডাকিনী ধরা, কি ভয় আমার,
সরলা শোণিত পান না ঘটিবে আর।
যতই পারিস্ বাজা গঞ্জনার ঢোল,
কলঙ্কের কাল ডঙ্কা তুলিস্ তো তোল।
রাক্ষসি! বেঁধেছি মন আর না ডরাই,
এই দেখ্ সুরেন্দ্রের সঙ্গে চলে যাই!"——
কথা না হইতে সাঙ্গ, গভীর গর্জ্জনে,
চারিদিক আঁধারিয়ে, হুলস্থল বাধাইয়ে,
প্রলয় প্রকোপে ঝড় উঠিল গগণে।
শন্ শন্ কাল ঝন্‌ঝা কঠোর নির্ঘোষে,

উড়ায়ে নেবায় পৃথ্বী মহারুদ্র রোষে।
আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে বজ্রের দাপোটে,
আতঙ্কে মেদিনী যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।
বিদ্যুত বিকাসে দীপ্তি ঝলকে ঝলকে,
প্রকৃতির ছিন্নমূর্ত্তি প্রকাশে পলকে।
গাছে গাছে প্রতিঘাত শব্দ ভয়ঙ্কর,
স্ফুরিত অনলরাশি ছেয়েছে অম্বর।
দড়্মড় মহীরুহ উপড়িয়ে পড়ে,
উধাও আকাশে ঊর্দ্ধে ডাল পালা ওড়ে।
লোটায় ভূতলে পড়ি বিহঙ্গ নিকরে,
আর্ত্তনাদে বনদেশ আকুলিত করে।
লণ্ড ভণ্ড চিতাকুণ্ড বৃক্ষ পড়ে তায়,
দিগন্তে আগুন রাশি উড়ে উড়ে ধায়।
বাঘে মৃগে একসঙ্গে ছোটে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
ঘোররোল গণ্ডগোল অবনী আকাশে।

দয়ামযী বনদেবী জননী যতনে
সরলারে অঙ্কদেশে, তুলে লন স্নেহাবেসে,
তাড়ায় সুজন পাছু বন্য পশুগণে।

ক্ষুব্ধহৃদে পান্থবর কহে ক্ষণপরে,—
"মহীতে মানব জন্ম সন্তাপেরি তরে।
সমস্ত ধরণী ধাম করেছি ভ্রমণ,
তিলমাত্র কোন ঠাঁই, সুখের নিশানা নাই,
কেবল ক্রন্দনধ্বনি বিদারে গগণ।
বিধির এ বিধি দেবি! বুঝে ওঠা ভার!
নিয়তই হা হুতাশ, আহা উহু বারমাস,
অবিচারে অত্যাচারে পূর্ণ এ সংসার।
কেনই মানব সৃষ্টি করিল যতনে,
কেনই পোড়ায় পুন দুঃখের দহনে।
অলীক বালক কাল, নহে বোধদয়,
পশুর সদৃশ দেবি! কিছুই তা নয়।
যৌবনে জ্বলন্ত জ্বালা দগ্ধ দিবারাতি,
আপনিই আপনার দুর্জ্জয় অরাতি।
বৈষয়িক মৃগতৃষ্ণা প্রৌঢ়ে আবির্ভাব,
নিরন্তর ঝালাপালা শান্তির অভাব।
বার্দ্ধক্যে বিবেক বুদ্ধি সকলি বিলয়,
ভগ্নদেহ তেজো হীন ঘোর ভ্রান্তিময়।

আবার অদৃষ্ট ফেরে কত ফের ঘটে,
পদে পদে লগ্নপদ অজানা সঙ্কটে।
চিরদিন পরাধীন মানব নিকরে,
মায়া ফাঁস নিবন্ধন, আবদ্ধ শরীর মন,
নিজ বশে নিশ্বাসিতে শক্তি নাহি ধরে।
মানুষেই মানুষের অরাতি প্রধান,
মুখে হাসি অহর্নিশ, অন্তরে উথলে বিষ,
লঘু দোষে অহি সিংহে কলঙ্ক প্রদান।
বাঁচিতে বাসনা তবে কিসে হবে আর,
প্রোজ্জ্বল অনল কুণ্ড নরক সংসার।
কে চায় মানব জন্ম পুড়িবার তরে?
যাক্ যাক্ জ্বলে যাক জরায়ু জঠরে।
ছিঁড়ে যাক্ নিবে যাক্ গ্রহ তারাদল,
পুড়ে ছার খার হোক্ পাপ ভূমণ্ডল।
আপন আবাসে দেবি! যাই যাই চলে,
কার গো বাসনা বাস করিতে অনলে।"

* * * *

* * * *

*　　　*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*
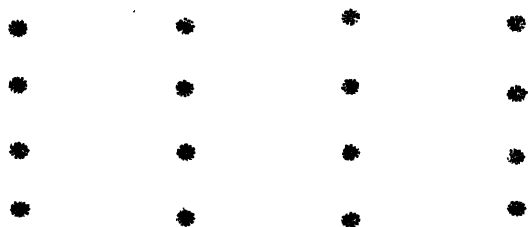
ক্রমেতে থামিল ঝড়,—সুস্থ ভূমণ্ডল,
ক্রমেতে অম্বরতল হইল নির্ম্মল।
তরু লতা পুনঃ সবে স্থিরভাব ধরে,
কুরঙ্গে বিবিধ রঙ্গে বিপিনে বিহরে।
নব ভাবে পুনঃ ভবে সবে বিকাসিবে,
বিহঙ্গ বিহঙ্গী সনে, মিলি পুলকিত মনে,
ললিত সঙ্গীতে পুনঃ মেদিনী মোহিবে।
আবার পল্লব ছিন্ন পাদপ নিকরে—
সহাস প্রকৃতি মাঝে, সাজিয়ে বিনোদ সাজে,
লুটাবে ধরণী পরে ফলফুল ভরে।
কিন্তুরে এ চিরপোড়া অদৃষ্টে আমার,
আর কি মিলিবে সুখ, যুড়াবে বিদীর্ণ বুক ,
অজস্র অশ্রুর স্রোত সুখাবে আবার ?
আর কি প্রফুল্ল চক্ষে হেরিব ধরণী,

নিরখি নবেন্দু-ছটা, হৃদয়ে উৎসব ঘটা,
উথলিবে, শিহরিব পুলকে অমনি ?
কত আর সয়ে রব ব'লে দে আমায়,
গেল গেল ফেটে বুক, স্বস্তি নাহি একটুক,
জ্বলিছে জীবন সদা জ্বলন্ত জ্বালায়।
সকল ভরসা আশা হয়েছে বিনাশ,
ভাবিলে ভাবীর কথা, উঃ কি দারুণ ব্যথা,
উপজে হৃদয় মাঝে করিতে প্রকাশ।
মনেই মনের দুঃখ করিব গোপন,
ওই শুন সরলা যে করিছে রোদন।—
"কি হলো কি হলো দেবি কি হলো আমার,
কইগো সে চিতাকুণ্ড চিহ্ন নাহি তার।
কেমনে স্বরেন্দ্রে সহ হইবে মিলন,
কেমনে তাহার সনে, পশিব নন্দন বনে,
কেমনে ত্রিদিবধামে করিব গমন ?"
"শান্ত হও শশিমুখি কি হবে রোদনে,"
কহিলেন বনদেবী কাতর-বচনে—
"যা হবার হইয়াছে কি হবে তাহার,

এখনো মিলনপথ আছে গো তোমার।
বিরাজে অসংখ্য তীর্থ অবনী ভিতরে,
আইস আমার সনে, যাব তীর্থ দরশনে,
সিদ্ধ হবে অভিলাষ যা আছে অন্তরে।
পুষ্কর প্রয়াগে স্নান করিয়ে, ললনে,
যাইব সকলে মিলে নৈমিষ কাননে।
গোদাবরী সরস্বতী করিব দর্শন ;
পর্য্যটিয়ে দ্বারবতী, কুরুক্ষেত্রে যাব, সতি,
যেখানেতে কুরুবংশ হইল নিধন।
কামাখ্যায় কামদারে পুষ্পাঞ্জলি দিব,
প্রবেশি সোণার কাশী, ল'য়ে বিল্বদলরাশি,
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর মহেশে পূজিব।
সকলে একত্রে শেষে, যাইয়ে হিমাদ্রিদেশে,
দেখিব গোমুখী-তীর্থ, সর্ব্বতীর্থময়,
যেথা হ'তে মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়।
শান্ত হও, বিনোদিনি, কিসের বিবাদ,
আপনি কমলাকান্ত পূরাবেন সাধ।
আপনি পার্ব্বতীপতি বাৎসল্য-বিধানে

বসাবেন সরলারে পতিসন্নিধানে।”
“চল চল যাই তবে, তীর্থস্থানে যাবো সবে—
কহিল সরলা সাধ্বী দীপ্ত অনুরাগে।
কৃশাঙ্গীর ধরি কর, চলিলেন পান্থবর,
পথ দেখাইয়া দেবী যান আগে আগে॥

অষ্টম সর্গ

With eyes upraised, as one inspired,
Pale melancholy sat retired,
And from his wild sequestered seat
In notes by distance made more sweet,
Poured through the mellow horn his pensive soul.

Collins.

স্থান—হিমালয় প্রদেশ।

দূর হতে নভস্তলে ওই যায় দেখা,
অস্পষ্ট আভাসমাত্র জলদের রেখা।
ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর, উচ্চতর হয়,
মহীরুহ-ধ্বজ মাথে সম্মুখে উদয়।
যতদূর চলে দৃষ্টি, ধবল আকার,
তুষারে তুষারময়—অনন্ত তুষার।
একি রে অদ্ভুত সৃষ্টি ! দেখে লাগে ভয়,
হৃদয়ে শোণিতস্রোত স্তব্ধ হয়ে রয়।
ঊর্দ্ধে বা পশ্চিমে পূর্ব্বে দিগন্ত প্রসারি,
অনন্তের প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে বিস্তারি।
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ বেড়ে বেড়ে যায়,

দেখিতে দেখিতে দৃষ্টি আকাশে মিশায়।
নিবিড় নীরদজাল—ভেদ করি তায়,
উঠেছে অচলরাজ কে জানে কোথায়!
তুমিই কি হিমাচল—ওহে ধরাধর,
তোমারি বিশাল যশে পূর্ণ চরাচর?
কহ হে নগেন্দ্র! তবে কিসের লাগিয়ে
এখনো উন্নতশিরে আছ দাঁড়াইয়ে?
এত দেখে এত সয়ে—এ কি চমৎকার,
সরমে আনত-মুখ হ'ল না তোমার!
এই যে ভারতভূমি—বৈজয়ন্তধাম,
আজন্ম তোমার পদে রয়েছে শয়ান—
কেমনে পাষাণ! কহ কি চিন্তা চিন্তিয়ে,
কি দশা হয়েছে তার দেখ না চাহিয়ে।
এক দৃষ্টে চৌদ্দলোক কর দরশন,
কহ তবে ভারতের সৌভাগ্য-তপন—
রয়েছে ডুবিয়ে কোথা?—আহ্বানো তাহায়,
ভারতের অমা-নিশা সহা নাহি যায়।

* * * * *

ওকি রে আবার শুনি ভীষণ গর্জ্জন,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল করে বিদারণ।
শৈলে শৈলে শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনি ছোটে,
সরোষে পর্ব্বত যেন গরজিয়ে ওঠে।
কল্পনা! তোমার সাথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
কতরূপ অপরূপ দেখিনু চকিতে।
চল চল লয়ে যথা ব্যোম বিদারিয়ে
প্রবাহে প্রভূত জল ভূধর ভাঙ্গিয়ে।
ক্ষিপ্তোন্মত্ত অম্বুরাশি,—তম-তেজোময়,
বিক্রমে নিঃশেষি বাধা—দুরন্ত দুর্জ্জয়—
হুঙ্কারি সরোষে পশে বসুধার ক্রোড়ে,
চূর্ণ চূর্ণ হ'লো গিরি তরঙ্গের তোড়ে।
খণ্ড খণ্ড শৈলখণ্ড সঙ্গে সাথি ক'রে,
ঘর্ঘর নির্ঘোষে অম্বু উচ্ছ্বসে অম্বরে।
আবার মূষল-ধারে শিলাবৃষ্টি হয়,
শতেক যোজন বেড়ি শৈলখণ্ডময়।
স্ফটিক ধবলাকার, ঘনফেণময়,
তদুপরি ইন্দ্রধনু স্থিরভাবে রয়—

যেন রে ধুতুরাভাঙ্গে প্রমত্ত শঙ্কর—
ডুবাতে অতল-জলে বিশ্বচরাচর,—
উঠেছেন মত্ত হ'য়ে, শঙ্করী সাদরে
হেমভুজে বাঁধি কণ্ঠ রেখেছেন ধরে !
ওই কি গোমুখী-তীর্থ, কহ গো ললনে !
ওই কি মহেশ-জটা ?—কীর্ত্তিত পুরাণে ।

*　　　*　　　*　　　*

*　　　*　　　*　　　*

"এ কোথা আনিলে মাতঃ" কহিছে সরলা,
"ধরাধাম তেয়াগিয়ে, হিমাচলে আরোহিয়ে,
এ কোথা আনিলে মাতঃ ? ভাবিয়ে বিহ্বলা ।
প্রভূত নীহাররাশি ঘিরে চারিধার,
বহিছে শীতল-বায়, শরীর অশাড় প্রায়,
চক্রসম ঘুরিতেছে মস্তক আমার ।
জমাট বেঁধেছে দেহে রুধির-লহরি,
অথচ এ সুখস্থান, ত্যজিতে সরে না প্রাণ,
মরিব এখানে, যদি একান্তই মরি ।
মনুষ্যের কোলাহল কোথায় এখন,

পাপ-হাসি খল খল, শঠতা চাতুরি ছল,
সব যেন রসাতলে হয়েছে মগন।
অবনীর সীমা-চক্র ওই দেখা যায়,
নাবিয়ে নাবিয়ে নভ মিসিছে তথায়।”
“এদিকে চাহিয়ে দেখ, সরলা সুন্দরি,”
কহিলেন বনদেবী, “শ্বেতাম্বু লহরি—
কেমন গাম্ভীর মুখ করি বিদারিণ,
স্থূলধারে জলধারা হতেছে বহন।
ওই গো মহেশ-রমা জাহ্নবী, সরলে!
করিতে পাপীর গতি, শক্তিরূপা স্রোতস্বতী,
প্রবাহিত পুণ্যতোয়া অবনিমণ্ডলে।
কত দেশ কত গ্রাম পবিত্র করিয়ে,
প্রবেশিয়ে বঙ্গদেশ, ধরিয়া মোহিনী বেশ,
সাগর সঙ্গমে যান শতধা হইয়ে।
মর্ত্ততে অলকানন্দা আপনি ঈশ্বরী,
সুরলোকে মন্দাকিনী, মোক্ষপদ প্রদায়িনী,
পাতালেতে ভোগবতী—পবিত্র লহরি।
এস হে পথিকবর! গোমুখীর স্থানে,

সরলার হাত ধরি, চারিদিক লক্ষ্য করি,
ধিরে ধিরে এস সাতে অতি সাবধানে।”
উপনীত ক্রমে সবে গোমুখী নিকটে,
পড়িছে প্রভূত জল, গিরি করে টলমল,
নিষ্পীড়িত ধরাধর স্রোতের দাপটে।
বাতচ্ছিন্ন লতা সম সরলা সুন্দরী,
পড়িল মূর্চ্ছিত হয়ে ভূধর উপরি।
আশঙ্কায় পান্থবর দেবীরে ডাকিয়ে,
কহিলেন “বনেশ্বরি, এ কি গো প্রমাদ হেরি
সরলা পড়িল দেখ, মূর্চ্ছিত হইয়ে।”
“শান্ত হও পান্থবর” বনদেবী কয়,
“এখনি হইবে পুনঃ জ্ঞানের উদয়।
মূর্চ্ছা যাবে অসম্ভব কি আছে তাহার,
অবলা কোমলা বালা, তাহাতে মরম জ্বালা,
আরোহণে দেহ ভঙ্গ হয়েছে আবার—
মূর্চ্ছা যাবে অসম্ভব কি আছে তাহার!
চল চল শীঘ্র যাই বারি আনিবারে,
সিঞ্চনে সলিল-ধার, মোহাচ্ছন্ন সরলার,

চেতনা উদয় পুন হইবে সত্বরে।
ওই যে কে পার্ব্বতীয় গোমুখীর তলে,
গভীর-ধেয়ানে মগ্ন, করে করে কৃতলগ্ন,
ঋষি ব্যোম-কেশ যেন কৈলাস-অচলে।
চলহে ডাকিয়ে ওঁরে আনিয়ে হেথায়,
কহিব করিতে রক্ষা সরলা বালায়।"
চলিলেন বনদেবী পথিকের সাথে,
উদয়-অচলে যেন অরুণ প্রভাতে।
রঞ্জিত তুষাররাশি স্বর্ণ-বরণে,
শুভ্র-কান্তি গঙ্গাজলে, কে দেখেছে কোন্ স্থলে,
ভাসিতেছে হেমোৎপল—অতুল ভুবনে।
যাইতে যাইতে কাছে হেরিল উভয়ে,
নবীন তাপসবর, দাঁড়ায়ে ভূধরপর,
করিছে গঙ্গার স্তব কৃতাঞ্জলি হ'য়ে।
আকর্ণ-স্ফারিতচক্ষে ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক'রে,
'মা' 'মা' ব'লে কত কথা কহে উচ্চৈঃস্বরে।
অবিরল অশ্রুধারা নয়নে ঝরিছে;
ভেসে যায় গণ্ডতল, ভেসে যায় বক্ষঃস্থল,

ভেসে যায় পত্রনস্ত্র—ভূধর ভাসিছে।—

"পবিত্র-বাহিনী গঙ্গে, তরল রজত-অঙ্গে,
আবির্ভূতা বিষ্ণুপদতলে।
তারিবারে বসুন্ধরা, পুণ্যতোয়া সরিদ্বরা,
অবতীর্ণা অবনী-মণ্ডলে॥
নমোনম ভাগীরথি, তুমি মা পরম-গতি,
সর্ব্বতীর্থময়ী সুরেশ্বরী।
সংসার-সাগর্গ, মাতা, অনন্ত দুরন্ত বাধা,
ত্রাহি মে ত্বরায় কৃপা করি॥
জীবনের পরিণাম, তব পদে সঁপিলাম,
জননি গো, ক'র না বঞ্চনা।
জন্মশোধ কুতূহলে, জুড়াব তোমার জলে,
এ জন্মের জ্বলন্ত যন্ত্রণা॥
সুখসাধ পরিহরি, আত্ম বিসর্জ্জন করি,
চরমে চরণে দিও স্থান।
তনয়ে তারিতে আর, জননী না নিলে, আর,
কার কাছে কাঁদিবে সন্তান॥"

অগ্রসরি বনদেবী কহিল কাতরে,
"কে তুমি, নবীনযোগি হিমাদ্রিশিখরে?
সুখের যৌবনে ত্যজি সংসার-আশ্রম,
দণ্ড কমণ্ডলু ল'য়ে, বৈরাগ্যে দীক্ষিত হয়ে,
কি ভেবে কি ভাবে, শান্ত! এ দশা এখন?"

ক্ষণেক দেবীর দিকে নিস্পন্দ-নয়নে
চাহিয়ে রহিল যোগী ; গভীর-নিস্বনে—
বহিতে লাগিল শ্বাস ; দুই চক্ষু দিয়ে
খরস্রোতে অশ্রুধারা যায় প্রবাহিয়ে।
উত্তর প্রদানে যত্ন বিফল হইল,
কণ্ঠেতেই কণ্ঠস্বর নিঃশব্দে মিশিল।
রসনা দশনে লগ্ন ; বাক্য নাহি সরে,
শুধুই অজস্র-বারি দুটি চক্ষে ঝরে।
শমিলে মনের ব্যথা, স্ফুরিলে মুখের কথা,
বিগলিত বাষ্পবারি নিবারি যতনে,
কহিল তাপস অতি কাতর-বচনে—
"আমার দুঃখের কথা থাকুক অন্তরে,
কে তোমরা দুইজন, কেন হেথা আগমন,
অনন্ত-অভাগা আমি—কি কায আমারে।"
যোগিরে কহেন দেবী মধুর বচনে—
"অদূরে ভূধর-চূড়ে, মূর্চ্ছিতা রয়েছে প'ড়ে,
নবীনা ললনা বালা একেলা নির্জ্জনে।
কেহ তার কাছে নাই, অনুরোধ করি তাই,

রহিবে তথায় গিয়ে রক্ষিতে তাহায়,
জলপাত্র অন্বেষণে, যাই মোরা দুইজনে,
আনিয়ে সুস্নিগ্ধ নীর শান্তিব বামায়।”
কহিলেন যোগিবর—“পাত্র অন্বেষণে,
নিশ্চিন্ত হইয়ে, মাতঃ! যাওগো দুজনে।
এই আমি চলিলাম ললনা নিকটে,
পেওনা অন্তরে ক্লেশ, নাহিক ভয়ের লেশ,
প্রাণান্তেও আমি তাঁরে রক্ষিব শঙ্কটে।”
চলিলেন বনদেবী পথিকের সনে,
আসিল তাপসবর সরলা রক্ষণে।

নবম সর্গ

My Madeline! sweet dreamer, lovely bride!
Ah silver shrine, here will I take my rest—
A famished pilgrim

Keats.

এদিকে এদিকে হের, কল্পনাকুমারি!
মরি গো হৃদয়ে বাজে অনন্ত তুষার মাঝে,
মূর্চ্ছিতা রয়েছে ওই সরলা-সুন্দরী।
কে যেন বরণকান্তি লয়ে গেছে হ'রে,
সুধাংশু নিরংশু তাই শঙ্কর-শিখরে।
সজল জলদনিভ কুঞ্চিত কুন্তল,
অবাধে অচলচূড়ে, এলায়ে রয়েছে প'ড়ে,
অগুচ্ছ অলকা-দামে ঢাকা গণ্ডস্থল।
কই সে অধর-রাগ—প্রবালের প্রভা—
বিরস বিবর্ণ এবে,—মধ্যাহ্নের জবা।
বিশাল নয়নদ্বয় রয়েছে মুদিত,

বক্ষোপরে বামহস্ত, দক্ষিণ, নিহারে ন্যস্ত,
চরণে চরণ লগ্ন,—বসনে জড়িত।
একি রে আবার নাকি পতির নিন্দায়,
অভিমানে দক্ষসুতা ত্যেজেছেন কায়!

হেরি সে মূচ্ছির্ত-মূর্ত্তি সম্মুখে শয়ান,
থমকে দাঁড়ায় যোগী—বিস্ময়ে অজ্ঞান,
এক দৃষ্টে হ্যারে তারে নিস্পন্দ নয়নে,
না সরে নিশ্বাস-বায়, দাঁড়ায়ে পুতলি প্রায়,
চক্র সম স্বর্গ মর্ত্ত ঘুরিছে সঘনে।
আবার নয়ন মুদি মর্দ্দয়ে নয়ন,
পুনশ্চ চাহিয়া রয়, বিস্ময় বর্দ্ধিত হয়,
ঝটিকার সিন্ধুসম বিলোড়িত মন—
আবার নয়ন মুদি মর্দ্দয়ে নয়ন।
আবার ক্ষণেক পরে হইল বিহ্বল,
নয়নে উথলে ওঠে গোমুখির জল।
অপূর্ব্ব প্রভাবে ক্রমে বাঁধিল হৃদয়,
সেই মূর্ত্তি অঙ্কে ল'য়ে, মুহূর্ত্তে উন্মত্ত হ'য়ে,
মুক্ত-কণ্ঠে, ঊর্দ্ধ-কণ্ঠে সম্বোধিয়ে কয়—

"কে তুমি নবীনা বালা পর্ব্বত-শিখরে ?"
ক্ষণস্তব্ধ হয়ে পুনঃ কহে উচ্চৈঃস্বরে—
"যে কেন হও না তুমি,—মায়াবী—মানবী,
রাক্ষসী—কিন্নরী কিম্বা স্বপনের ছবি—
উপছায়া মায়া মাত্র, যে কেন না হও,
যেখানেই জন্ম তব যেখানেই রও,
যে আশেই আসা তব—অভাগা ছলিতে,
অথবা দ্বিগুণ শোক প্রবল করিতে,
কিছুতে কিছুতে আমি করিব না ভয়,
যখন সরলারূপে হয়েছ উদয়।
ডাকিব তুষিব আমি সেই সে আদরে,
তুলিব রাখিব আমি হৃদয়-উপরে,
কাঁদিব কাঁদিব আমি যাই যেবা বলে,
ভাসাব শ্রীঅঙ্গ তব নয়নের জলে।
সরলে—সরলে, অয়ি সরলা সুন্দরি !
সুরেন্দ্র-সর্ব্বস্বধন, নারীকুলেশ্বরি—
সরলে সরলে মম"—না ফুরাতে সব,
যুবার কণ্ঠের স্বর কণ্ঠেতে নীরব।

রাখিলেন সরলারে হৃদয় উপরে,
চুম্বেন অধর গাঢ়-প্রণয় আদরে।
টলিল অচল যেন সেই অনুরাগে,
কাঁপিল প্রকৃতি সেই জ্বলন্ত সোহাগে।
সিহরিল স্বর্গধাম অপূর্ব্ব প্রভাবে,
স্তব্ধিল গঙ্গার স্রোত গদ গদ ভাবে।

সরলার মোহ ভঙ্গ হ'ল ক্রমে ক্রমে,
"জননী কোথায়?" বলি ডাকিল সঘনে।
"একি মা মায়ের মায়া!—একেলা ফেলিয়ে
কোথায় পাষাণী হয়ে গেলে গো চলিয়ে।—
কে তুমি হে পার্ব্বতীয়—মানব-আকার?
কে তুমি সুরেন্দ্র-মূর্ত্তি, সুরেন্দ্র আমার?
সত্য করে বল বল পাইয়াছি ভয়,
দলিতে বাসনা কেন দলিত হৃদয়।
একেলা অবলা আমি অচল-শিখরে,
মাতা নাই পিতা নাই যত্ন কেবা করে।
আছিল সর্ব্বস্ব-ধন সুরেন্দ্র আমার,
অভাগী-অদৃষ্ট গুণে সেও নাই আর।

ছেড়ে দাও, যাই আমি গোমুখীর তলে,
ত্যজিব এ পাপপ্রাণ জাহ্নবীর জলে।
দ্যাও দ্যাও ছেড়ে দ্যাও" বলিতে বলিতে,
অবসন্ন হয়ে বালা পড়িল ভূমিতে।
আবার ভাঙ্গিল মোহ; দীপিত চেতনে
সেই সে সুরেন্দ্র-মূর্ত্তি দেখিল নয়নে।
"সরলে সরলে, অয়ি শশাঙ্ক-বদনে!"
উচ্চৈঃস্বরে কহে যুবা কাতর বচনে।
"সরলে, সরলে অয়ি! মেল মেল আঁখি,
হৃদয়ের ধন এস হৃদয়েতে রাখি।
কই গো দেখিবে এস, দিগাঙ্গণাগণ!
সুরেন্দ্র পেয়েছে আজ সরলারতন।
কোথায়, জাহ্নবি! যাও আপনার মনে,
গরবেতে আগু পিছু, কটাক্ষ কর না কিছু,
চলেছ উন্মত্ত হয়ে সাগরসঙ্গমে,—
কোথায় বহিছ দেবি আপনার মনে!
ক্ষণেক নিরস্ত হয়ে কর নিরীক্ষণ,
সুরেন্দ্র পেয়েছে পুনঃ হারান রতন।

কহিতে কহিতে চক্ষে সলিল-লহরী
বহিল, বলিল পুনঃ সরলা সুন্দরী—
"সত্য কি সুরেন্দ্র তুমি, সুরেন্দ্র আমার,
অনাথিনী সরলার জীবন-আধার।
না, না, স্বপন দেবি! দুঃখিনী দেখিয়ে,
উপহাস করো না মা ছলনা করিয়ে,
জর্জ্জরিত হৃদি মম দেখ গো জননি,
আজন্ম অভাগা আমি দীন কাঙ্গালিনী।
ছলনা করনা—" আর কথা না নিস্বরে,
আপন বক্ষেতে যুবা সরলারে ধ'রে,
কহিল "সুন্দরি কত বিলাপিবে আর,
সত্যই সুরেন্দ্র আমি—সুরেন্দ্র তোমার।"
চকিতে হইল সতী চমকে বিহ্বল,
সাহসে করিয়ে ভর, বসিয়ে ভূধরপর.
আরম্ভিল পুন বালা মুছি অশ্রুজল—
"তুমিই সুরেন্দ্র যদি দগ্ধসরলার,
কই সে শঙ্কর-মূর্ত্তি-অঙ্গুরি আমার।
অবশ্য থাকিবে মনে, যে দিন তোমার সনে

বসিয়ে জাহ্নবীকূলে প্রদোষ সময়,
নব অনুরাগভরে, দিলাম তোমার করে,
সেই সে অঙ্গুরী মম—চন্দ্রকান্তিময়।
বলেছিলে 'যত দিন রহিবে জীবন,
কৃশোদরি, এ অঙ্গুরী করিব ধারণ।'
কোথা সে অঙ্গুরী বলো— ছলো না আমারে,
সুরেন্দ্র কি সে অঙ্গুরী পাশরিতে পারে।"
বসিয়ে ফেলিল সতী সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
প্রণয়-আশ্বাসে যেন প্রলয়বাতাস।
"শুনগো কমলারূপা সরলাসুন্দরি!"
কহিল নবীন যোগী হৃদে তারে ধরি—
"কহিতে সকল কথা বিদরে হৃদয়,
রসনা নীরস হয়, নেত্রে ধারা বয়।
প্রণয়ে প্রমাদ গণি, তোমারে পাশরি, ধনি!
উদাসীনবেশে যবে ভ্রমি দেশে দেশে,
কত নদী কত নদ, কত গিরি কত হ্রদ,
অতিক্রমি পৌঁছিলাম দ্বারকায় এসে।
গভীর নিশীথকাল, অজানিত স্থান,

কিন্নর-কানন-প্রান্তে রহিনু শয়ান।
সহসা পশিল কানে মহা ঘোর রোল,
মদে মাতি দস্যুদল করিছে কল্লোল।
ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়ে কাছে আসে,
আলোকে ঝলকে অসি—বিদ্যুৎ বিকাসে।
কেহ বা মদিরা-পাত্র তুলিয়ে দুকরে,
নাচিতে নাচিতে আসে, অপরূপ হাসি হাসে,
ঢুলে ঢুলে পড়ে, তবু সুরাপান করে।
মাভৈ মাভৈ শব্দ প্রতিধ্বনি হয়,
দক্ষযজ্ঞ নাশে যেন মত্ত প্রেতচয়।
আমারে না করি লক্ষ গেল দস্যুদল,
ঝড়ের কল্লোল ক্রমে, অল্পে অল্পে উপশমে,
আবার নিস্তব্ধভাব ধরে বনস্থল।
ক্ষণপরে দেখিলাম দস্যু কয়জন,
কঠোর নিষ্ঠুর অতি, অগ্রসরি দ্রুতগতি,
আসিয়ে দুকরে মোরে করিল ধারণ,
কহিল বিকৃত স্বরে, 'ভাবিস্‌নে মনে মনে,
দলছাড়া ব'লে মোরা নিস্তারিব তোরে,

কি আছে কোথায় শীঘ্র দেরে বার ক'রে।'
সম্পত্তি-কেবল মাত্র অঙ্গুরী তোমার,
হৃদের রুধির সম, স্বর্ণ কৌটা ছিল মম,
সরলার শান্তমূর্ত্তি ভিতরে তাহার।
সম্পত্তি আছিল আর বৃক্ষের বল্কল,
সম্পত্তি, সরলাময় জীবন-সম্বল।
প্রাণের পুতলি কৌটা কাড়ি নিল বলে,
করিনু তুমুল রণ, জীবন পর্য্যন্ত পণ,
ক্রমে হয়ে অচেতন পড়িনু ভূতলে।
ক্রমে ক্রমে মোহ ভঙ্গ হইল আমার,
শ্রবণে পশিল আসি ভীষণ চিৎকার।
দেখিনু বিস্ময় হয়ে, জনেক দস্যুরে লয়ে,
বিকট শার্দ্দুল এক—বিজলি সমান,
অরণ্যের গর্ভমুখে করিছে প্রয়াণ।
জানি না কি হ'ল তার, দেখিতে দেখিতে,
কাননের ঝোপে ঝাপে লুকালো চকিতে।"
না ফুরাতে, সরলার বদন মণ্ডল,
ঐশ্বরিক অনুরাগে, দিপ্তিল অপূর্ব্বরাগে,

সহসা ভস্মের কুণ্ড হইল প্রোজ্জ্বল ।
সহসা বিজলি-বিভা বিকাসে নয়নে,
সহসা সে ওষ্ঠাধর, হইল প্রফুল্লতর,
ফুটেছে গোলাপকলি দেখরে শ্মশানে ।
"সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র মম" বলিয়ে উন্মত্ত সম,
মূর্চ্ছিতা হইয়া বালা পড়ে ভূমিতলে,
বনদেবী পান্থবর, প্রকাশিয়ে ধরি কর,
চৈতন্য করিল আসি গোমুখীর জলে ।
ক্রমে হ'লো জ্ঞানোদয়, আঁখি দুটি উন্মীলয়,
দেখিয়ে সহাস-কান্তি সরলাবদনে,
বনদেবী পান্থবর লুকালো দুজনে ।

* * * *

কল্পনা ! তোমার শক্তি কহিব কেমনে,
মোহিনী মায়ার বলে, আনিলে গো হিমাচলে,
দেখালে গোমুখী তীর্থ—পবিত্র ভুবনে ।
কোথায় ছিলাম একা, তোমা সঙ্গে হ'লো দেখা,
উদার মমতাগুণে সঙ্গে সাথি করে,
রঞ্জিত উষার রাগে, আসি মম আগে আগে,

চকিতে, চপলে ! কত দেখালে আমারে।
চলগো যেখানে ওই সর্ব্বোচ্চ শিখরে,
নভস্তল স্পর্শ করি, দাঁড়ায়ে কাননেশ্বরী,
দীপ্ত যেন ধ্রুবতারা সায়াহ্ন-অম্বরে !
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে ওই পথিক সুজন,—
স্থির নেত্রে হেরে তাঁর পূর্ণেন্দুবদন।
ওই শুন কি কহিছে বনদেবী সতী,
"হেরহে পথিকবর ! যেখানে ভূধর পর,
ভ্রমিছে সুরেন্দ্র সনে সরলা যুবতী।
অধরে মধুর হাসি, চমকে চপলা রাশি,
উথলিছে হৃদে হৃদে প্রণয় উৎসব,
পূর্ব্বের দুঃখের কথা, দারুণ বিরহব্যথা,
মিলন মহান সুখে ভুলেছে সে সব।
এখনো কি মনে আছে, বলেছিলে আমা কাছে,
অনন্ত গরলকুণ্ড নরকসংসার,
সত্য কি তা জানিবারে, জিজ্ঞাসহ সরলারে,
সংসার গরল কিম্বা অমৃত আগার।
থাক থাক ওকথার নাহি প্রয়োজন,

এস গিয়ে দুইজনে, সরলা সুরেন্দ্র সনে,
বিবাহ দিবার তরে করি আয়োজন।
শুনিলেত সব কথা থাকি অন্তরালে,
শুনিলে কেমন ক'রে, পড়িয়ে দস্যুর করে,
কিন্নর-কাননে যুবা অঙ্গুরী হারালে।
হতাশ্বাস হয়ে শেষে, পশিয়ে হিমাদ্রি দেশে,
কিরূপে তপস্বী-বেশে করিল ভ্রমণ,
দেখিলে কেমন হ'ল সুখের মিলন।
এসহে, পথিক! তবে, ডাকি দিগঙ্গনা সবে,
সরলা সুরেন্দ্রে বাঁধি বিবাহ বন্ধনে,
ছদ্মবেশ পাশরিয়ে, নিজমূর্ত্তি প্রকাশিয়ে,
আপনি এ শুভ কায সাধিব যতনে।"

দশম সর্গ

For loe ! the wished day is come at last,
That shall, for all the paynes and sorrows past,
Pay to her usury of long delight :
Then ever more Hymen, Hymen sing,
That all the woods them answer, and theyr eccho ri

Spense.

হের হের ওই দেখিতে দেখিতে
কি শোভা উদয় মেদিনী মাঝে,
বনদেবী ওই দেখরে চকিতে
রতিদেবী রূপে সমুখে রাজে।

সে শান্তমূরতি কোথায় লুকালো ?—
নয়ন শীতলে যেরূপ রাশি।
কোথা সে বরণ সুকোমল আলো ?
কোথা সে সুমৃদু অমিয় হাসি ?

লক্ষ্মীর প্রতিমা কোথা সে এখন ?—
ভকতি-রসে যা পুলকে তনু।
যে ভাব হেরিলে দুরন্ত মদন
সভয়ে শিহরি পাশরে ধনু।

একিরে আবার নূতন ব্যাপার
নূতন প্রকার রূপের ছটা,
শত শত শশী যেন একাকার
পিছনে গভীর জলদ ঘটা।

নয়ন ঝলসে বরণের ভাসে
অমিয় অধরে অমৃত ক্ষরে,
বিলাসলালসা নয়নে বিকাশে
অলসগমনা রূপের ভরে।

চিকণ অঞ্জন ঘন কেশরাশি
অবাধে লুটায় ধরণী পরে,
বাঁকাইয়া গ্রীবা, মৃদু মৃদু হাসি
অপাঙ্গে অঙ্গনা তাহাই হ্যারে।

মরি মরি কিবে মালতি মালিকা-
দুলে দুলে দোলে বিনোদ গলে,
দুলিছে কেমন কমলকলিকা
সমীর পরশে শ্রবণতলে।

ফুলে ফুলে গাঁথা হাতের বলয়,
পদ্মমালা গলে কেমন রাজে,
বেল যুঁই জাতী কুসুম-নিচয়
তারকা ঝলকে কেশের মাঝে !

দেখিতে দেখিতে,—হের আচম্বিতে
অধীর পথিক মোহের ঘোরে,
সরম-বারণ পাশরিয়ে চিতে
প্রসারিয়ে ভুজ বামারে ধরে।

"ক্ষম অপরাধ, জীবন-রূপিণি !"
কহিল পথিক কাতর স্বরে,
"এত অভিমান সাজে কি মানিনি—
মদন-মোহিনি ! মদন পরে !"

একি দেখি পুন নূতন ব্যাপার,
কল্পনা-কুমারি ! বলগো বল,
কোথায় লুকালো পথিক-আকার,
কোথা হ'তে স্মর উদয় হ'ল।

ঝক ঝক জ্বলে বরণ বিমল,
কষিত কাঞ্চন সোহাগে মাখা,
ঢল ঢল করে মুখ-শতদল
ঢুলু ঢুলু প্রেমে নয়ন বাঁকা।

ফুলের মালিকা শোভিতেছে মাথে
পিছনে শোভিছে ফুলের তূণ,
ফুলে ফুলময় শোভিতেছে হাতে
ফুলের ধনুক ফুলের গুণ।

সহসা বসন্ত হইল উদয়,
কোথা হ'তে সাড়া দিতেছে পিক,
সমীর সুরভি মেখে মেখে বয়,
আমোদে আকুল সকল দিক।

সরলা সুরেন্দ্র, চকিত-নয়নে
চমকে নেহারে ভূধর-চূড়ে;
কোথা হোতে (দোঁহে ভাবিছে) কেমনে
উদিল মাধুরি ভুবন যুড়ে।

কহিল মদন, "কহলো সুন্দরি !
ত্রিদিব ত্যজিয়ে মেদিনী-মাঝে,
কিসের উদ্দেশে, বনদেবী-বেশে
বিহরিছ বনে মলিন সাজে।

তোমারে ললনে, না হেরি নয়নে
কত যে যাতনা পেয়েছি প্রাণে,
নানা বেশে ভ্রমি তোমার কারণে
উপনীত এবে ধরণীধামে।"

ঈষৎ হাসিয়ে রূপসী তখন,
(সরমে সরে না সকল কথা)
কহিল "ভুলিতে পারি কি কখন
দিয়েছ যে, নাথ, মরমে ব্যথা।

ভেবে দেখ দেখি পড়ে কিনা মনে—
মদন-উৎসব যে দিনে হয়,
সুরপতি যবে সুরগণ সনে
বিহরে নন্দন কাননময়।

গন্ধর্ব্ব কিন্নর গান বাদ্যে যবে
আকুলিত করে ত্রিদিব-ধাম,
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা আদি সবে
নাচিতে নাচিতে ধরিছে তান।

ডাকিয়ে তোমারে দেব দেব-রাজ
কহিলেন সুর-সমাজ মাঝে,
'দেখিব, মদন, তব শক্তি আজ
কেমন ও ধনু তোমারে সাজে।—

ওই যে নীরস শুষ্ক তরুখান
রয়েচে কৌতুক-পর্ব্বতপরে,
হা'ন হা'ন তাহে তব ফুল-বাণ,
দেখিব ও বাণ কি গুণ ধরে।'

সুরেশ-আদেশ পাইয়ে, ত্বরিতে
ধনুক টঙ্কারি হানিলে বাণ,
অমনি সহসা যেন আচম্বিতে
সিহরি উঠিল পাদপখান।

নবীন পল্লবে নবীন মাধুরী
অঙ্কুরিত হ'লো নবীন ফুল,
ত্রিদিবে বহিল সুরভি-লহরি
মধু লোভে ঝাঁকে ভ্রমরীকুল।

জড়ায়ে জড়ায়ে উঠিল উরসে,
মাধবীলতিকা—নয়নহরা,
নাচিল পল্লব সমীর-পরশে,
ফুটিল কুসুম অমিয়-ভরা।

'জয়'-কোলাহল দিল দেবদল
'জয়-ফুলধনু' মিশিছে সঙ্গে,
ধন্য-ধন্য-ধ্বনি হ'লো প্রতিধ্বনি,
চৌদ্দলোক যেন কাঁপে আতঙ্কে।

উল্লাসে ইন্দ্রাণী পারিজাত লয়ে
পরিতোষ হেতু তোমারে দিল,
অতুল যে ফুল অমর-আলয়ে
ভানু ভাসে যেন দিক উজিল।

তিলোত্তমা আসি বিনয় বচনে
করিয়ে আমারে স্তুতি মিনতি,
কুসুম রতনে, আমার সদনে
মাগিল সুন্দরী কাতরে অতি।

তুমিত জানিতে—আশ্বাসিনু আমি,
অথচ না জানি কি ভেবে হায়,
রম্ভা আসি যবে, ওহে চিত্তগামি,
চাহিল সে ফুল, দিলে হে তায়।

এই কি হে নাথ উচিত তোমার,
এই কি হে নাথ প্রণয়-প্রথা,
ভালবাসা হ'তে এই প্রতিকার,
মরমে হানিলে মরম ব্যথা।

তিলোত্তমা কত কাঁদিল আসিয়ে
এখনো স্মরিলে হৃদয়ে বাজে,
অভিমানে তাই ত্রিদিব ত্যজিয়ে
আসিয়ে রহিনু অবনী-মাঝে।

কোরেছি কোরেছি প্রতিজ্ঞা অন্তরে
পাতাল পৃথিবী করি ভ্রমণ,
সেই মত ফুল পাইলে, আদরে
তুষিব ত্রিদিবে সখীর মন ।"

"ছি, ছি ছি ও কথা তুলনা, ললনা,"
তাহারে কহিল কুসুমবাণ,
"এই অপরাধে কেমনে বলনা
ত্যজিয়াছ এলে ধরণী-ধাম !

ঐ যে মস্তক দেখিছ, মানিনি !
কোন গুণ ইথে থাকে লো যদি,
শত শত আজ পারিজাত জিনি
তুষিব তোমার সখীর হৃদি ।

চল চল চল, অতুলা রূপসি !
আঁধার রয়েছে অমরাবতী,
ইন্দ্রাণী মুরজা মেনকা উর্ব্বশী
মলিনা সকলে বিহনে রতি ।"

পুলকে শাহয়ে মদন-মোহিনী,
ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল সাধের মান,
ললকে ললকে বিকাসে দামিনী
হান হান করে নয়ন-বাণ।

অমিয় অধরে আধ আধ হাসি
প্রসারিয়ে বাহু মদন-গলে,
"চল চল" কহে নয়ন বিকাশি,
"ক্ষণেক বিলম্ব ধরণীতলে।

সরলা সুরেন্দ্রে এস নাথ আজ,
বিবাহ-কুসুম শিকলে বাঁধি,
ত্রিভুবনময় এ দুর্লভ কাজ
ঘোষিবে দানব দেবতা আদি।

পুরোহিত হ'য়ে তুমি নাথ আজি
উৎসর্গ করিবে সরলাবালা,
প্রধানা সধবা নিজে আমি সাজি
ধরিব মাথায় বরণ-ডালা।

ডাকি ডাকি সব দিগঙ্গনাগণে,
এয়ো সেজে তারা ফিরিবে এসে ।”
চাহি ঊর্দ্ধ-পানে ডাকে ভক্তগণে
“আয় আয় তোরা মঙ্গল-বেশে ।—

আয় আয় তোরা দিগঙ্গনা সবে !
কুসুমে ভরিয়ে কুসুম-ডালা,
আয় আয় তোরা অবতরি ভবে,
গাঁথিয়ে চিকণ কুসুম-মালা ।

শুভক্ষণে আজ ভূধর-শিখরে
সরলা হয়েছে বিবাহ হবে.
সধবা সাজিয়ে স্ত্রী-আচার তরে
আয় আয় তোরা নামিয়ে ভবে ।”

ধীরে ধীরে ক্রমে দিগঙ্গনাদলে
নামিয়ে আসিল অচলপরে,
(তারা খ’সে যেন পড়িল ভূতলে)
পারিজাত ডালা ধরিয়ে করে ।

চারিদিকে ঘেরি সুরেন্দ্র সরলে,
সাতবার ক্রমে ফিরিয়ে যায়,
হুলুধ্বনি দেয় মিলিয়ে সকলে,
শঙ্খরবে সবে মঙ্গল গায়।

হরষে সহাস হইয়ে মদন
শুভ সম্প্রদান করিল পরে,
ঘন ঘন হ'ল ফুল-বরিষণ,
গগনে শুভ-ধ্বনি সবে করে।

মদন-মোহিনী মৃদু মৃদু হাসি
স্বকরে ধরিয়ে বরণ-ডালা,
করিয়ে বরণ সম্মুখেতে আসি,
পরাইয়ে দিল কুসুম মালা।

চুম্বিয়ে সরলা-শ্রীমুখ-মণ্ডল,
দূর্ব্বা অর্ঘ্য ধান ধরিয়ে করে,
সস্নেহ বচনে—সরলা ললনে
আশীর্ব্বাদ করে অমীয় স্বরে—

"সরলা সুন্দরি—আশীর্ব্বাদ করি
আজন্ম সধবা থাকিয়ে ভবে—
সুখে কাল হর, আনন্দে বিহর,
জননী সমান পালিয়ে সবে।

সন্তান সন্ততি, ল'য়ে গুণবতি,
সোহাগিনী হ'য়ে পতি-সোহাগে,
সুখে কাল হর, আনন্দে বিহর,
কোমল হৃদয়ে ব্যথা না লাগে।

রাজরাণী হ'য়ে, যশোরাশি ল'য়ে,
সাবিত্রী-সুনাম গৌরবে ঢাকি,
সুখে কাল হর, আনন্দে বিহর,
পাতিব্রতা দাগ হৃদয়ে রাখি।"

সরলা সুরেন্দ্র হরষিত হ'য়ে
প্রণাম করিল ভকতি ভরে,
আনন্দ-প্রতিমা বিরাজে উভয়ে,
আনন্দ লহরী নয়নে ঝরে।

হাসিয়ে হাসিয়ে দিগঙ্গনাগণে
হুলুধ্বনি দেয় মিলিয়ে সবে,
কুসুম-আসার বরষি সঘনে,
কাঁপায় গগণ উৎসব-রবে।

দেখিতে দেখিতে, স্বপন সমান,
চকিতে সে সব পাইল লয়,
বিস্ময়-বিপ্লবে হারা হ'য়ে জ্ঞান,
সরলা সুরেন্দ্র চাহিয়ে রয়।—

সম্পূর্ণ।